www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ – ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ ঃ ২১ মে – ২৭ মে, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 30, 21 May - 27 May, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সম্ভাব্য মন্ত্রী কারা?
তিনের পাতায়

সূর্য ডুবে নতুন ভোর

মমতাময় বাংলা

বিরোধীরা লন্ডভন্ড

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের সাইক্লোনে লন্ডভন্ড হয়ে গেল সিপিএম কংগ্রেস ও বিজেপি শিবির। ৩১টি আসনের মধ্যে ২৯টি তৃণমূলের দখলে। জেলা সিপিএমের সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী মনীশ গুপ্তকে পরাজিত করে মুখরক্ষা করেছেন। আর কুলতলি আসনটি সিপিএম দখলে রেখেছে। ভাঙড় আর রায়দিঘিতে রেজ্জাক মোল্লা আর দেবশ্রীর জয় তৃণমূল শিবিরকেই চমকে দিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা সিপিএমের ম্যানেজাররা আশা করেছিলেন তাদের পুরানো লালদুর্গে এবার হয়তো দশ–বারোটা আসনে তারা জয় পাবে। কিন্তু সকাল থেকেই বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে থেকে প্রথম রাউন্ডেই তৃণমূল প্রার্থীদের এ গিয়ে থাকার খবর আসতে থাকে। জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিক কলেজে গণনার শুরু থেকেই মহেশতলার সিপিএম প্রার্থী শমীক লাহিড়ী হাজির ছিলেন। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই তৃণমূলপ্রার্থী কস্তুরী দাসের থেকে চার হাজার ভোটে পিছিয়ে যান। শমীকবাবুর মুখ থমথমে হয়ে যায়। সেই মুখে আর হাসি ফোটেনি। সাতগাছিয়ার তৃণমূলপ্রার্থী সোনালী গুহ, বজবজের অশোক দেব, বিষ্ণুপুরের দিলীপ মন্ডলের মার্জিন ক্রমশই বাড়তে থাকে জয়ের লক্ষে। সাগর, কাকদ্বীপ, ক্যানিং পশ্চিম, পূর্ব, বাসন্তী, গোসাবা, ফলতা সর্বত্র জোড়াফুলের ঝড়ে ধরাশায়ী জোটপ্রার্থীরা। বিজেপি লোকসভা ভোটে যে নিঃশব্দ বিপ্লব করেছিল, তাও উধাও। জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বেহালা পূর্বের জয়ী প্রার্থী শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিগত সাড়ে চার বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মানুষের জন্য যা উন্নয়ন করেছেন। তা দেখেই এই জেলার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দোয়া করেছেন। এ জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। আগামী দিনে এই জেলার আরও উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কেন জোটকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করল তা পর্যালোচনা করতে হবে।

ধুয়ে সাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১১ সালে চেয়ার থেকে টেনে নামিয়ে এবার বামেদের পিষে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধবাবু সূর্যবাবুদের দল বা তার আগে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের রাজনৈতিক মস্তিষ্ক যে অপরিণত তা আগেও প্রমাণ হয়েছে বারবার। জ্যোতিবাবু চলে যেতে সে দৈন্যতা এখন প্রকট। তাই তো সূর্যবাবুরা মমতার ত্যাগ করা দল নিঃস্ব কংগ্রেসকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে ভেবেছেন মানুষের সমর্থন পাবেন। এই মুহূর্তে সূর্যবাবুর একটা কথা খুব মনে পড়ছে। এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, 'আপনারা ভাববেন না যে দুদলের নেতারা বসে এই জোট তৈরি করেছে। এ জোট নিচুতলা থেকে মানুষ চেয়েছে তাই হয়েছে। এ জোট মানুষের জোট'। এ যে কত বড় অপরিণত মস্তিষ্কের প্রমাণ তা দেখিয়ে দিয়েছে ১৯ মে।

তবে যাই হোক এ রাজ্যের তাত্ত্বিক নেতাদের থেকে সাধারণ মানুষ যে অনেক বেশি বিচক্ষণ তার প্রমাণ দিয়েছে এই নির্বাচন। মমতাকে দুহাত ভরে তুলে দিয়েছে আশাতীত আসনসংখ্যা। আবার ছয় মন্ত্রীকে হারিয়ে, বহু জায়গায় জয়ের ব্যবধান কমিয়ে সাবধান করে দিয়েছে ভবিষ্যত সম্পর্কে। মমতাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সমর্থনের শর্ত। আরও স্বচ্ছ, আরও দৃঢ় হতে হবে। যতই দলের সম্পদ হোক অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা চলবে না। এটাই এই নির্বাচনে মমতার পাথেয়।

সূর্যবাবুরা কি পেলেন? কংগ্রেসের সাহচর্য, মানসবাবুর আলিঙ্গন, রাহুল গান্ধির মালা আর মানুষের প্রত্যাখ্যান। বুঝতেও পারলেন না কিভাবে পিছন থেকে ছুরি মেরে গেলেন কংগ্রেসের নেতারা। এমনকি বাংলায় নিজেদের একক অবস্থানের হদিশ পর্যন্ত করতে পারলেন না। সম্ভবত ক্ষমতার বাইরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন সূর্যবাবুরা। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অনেকদিন চুলোয় গিয়েছে। এখন শুধু যেন তেন প্রকারেন মসনদ চাই। এই ঐতিহাসিক হঠকারিতা বামেদের ঠেলে দিল খাদের ধারে। এখন সাইনবোর্ড পাল্টে ফেলা ছাড়া গতি কি!

তৃণমূলী ঝড়েও তিন মন্ত্রীর হার

অরিন্দম রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মোট ৩৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ২৭টি। অন্যদিকে জোটের পক্ষে সিপিএম ২টি এবং কংগ্রেস ৩টি আসন। এই জেলায় সবচেয়ে যেটি বড় বিষয়, তা হল রাজ্যজুড়ে তুমুল তৃণমূলী ঝড়েও হেরে গেলেন জেলার তিন মন্ত্রী। তাঁরা হলেন, বাগদার উপেন বিশ্বাস, উত্তর দমদমের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কামারহাটির মদন মিত্র। এদের জায়গায় যাঁরা নির্বাচিত হলেন, তারা হলেন জোটের পক্ষে কংগ্রেস প্রার্থী দুলাল বর, সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্য ও মানস মুখোপাধ্যায় বাগদায় একসময় তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন দুলাল বর। এলাকায় তাঁর যথেষ্ট জনসমর্থনআছে। গত বিধানসভায় উপেন বিশ্বাসকে এলাকার মানুষ মেনে নিলেও এবারে তারা তাঁকে মানেননি। তারা দুলাল বরকেই প্রার্থী হিসেবে চেয়েছিলেন। কারণ উপেনবাবু বহিরাগত। দুলালবাবুকে মানুষ সব সময়েই কাছে পান। একারণে জনসমর্থন ঘুরে যায় দুলাল বরের দিকে। উত্তর দমদমে চন্দ্রিমার জায়গায় তন্ময়বাবু জেতেন কার্যত জনসমর্থনে। নিপাট ভদ্রলোক হিসেবে এলাকায় তাঁর সুনাম আছে।

উত্তর ২৪ পরগনা

বিশেষ করে ভোটের দিন তাঁর উপর আক্রমণ এলাকার মানুষ মেনে নিতে পারেনি। একারণে ভোটবাক্সে চন্দ্রিমাবিরোধী হাওয়ার প্রতিফলন ঘটে।

অন্যদিকে কামারহাটিতে মদন মিত্রর জেতার পক্ষে ব্যাপক প্রচার হলেও তলে তলে এখানে মদন বিরোধী হাওয়া তৈরি হয়। কারণ কোনও শংসাপত্র আনতে মানুষকে যেতে হবে কোনও জেলবন্দী অভিযুক্তের কাছে। এটা মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রাজ্যজুড়ে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সেই ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে চাননা রাজ্যের মানুষ। একারণে এই কেন্দ্রে মদন মিত্রের প্রতিদ্বন্দী সিপিএমের মানস মুখোপাধ্যায়কেই মানুষ সমর্থন করে। রাজ্যজুড়ে যেখানে উন্নয়নের নিরিখে ভোটহচ্ছে, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছতা বনাম বিরোধী প্রচার সেক্ষেত্রে রাজ্যবাসী কোনও আপোষের পথে যেতে রাজি নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনায় এই তিন মন্ত্রীর পরাজয়ের নেপথ্যে এইসব কারণগুলিই কাজ করেছে বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য।

দুর্নীতি মুক্ত কল্লোলে কলকাতা তৃণমূলেরই

বরুণ মন্ডল

কলকাতা থেকে রাজ্যে আর কোনও দুর্নীতি নেই, মানুষই তার প্রমাণ দিল, রায় দিদির। ভোটের ঠিক আগে কলকাতা শহরে উড়ালপুল বিপর্যয়ের সঙ্গেও জড়িয়েছিল সিন্ডিকেট–রাজ ও দুর্নীতির প্রশ্ন। কিন্তু তার জন্য ভোট পেতে কোনও সমস্যা হয়নি শোভন, ফিরহাদ, সুব্রত, স্মিতা বক্সিদের। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, স্মিতা বক্সি, শশী পাঁজা, মালা সাহা, অরূপ বিশ্বাস, শোভন ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের ভোটের ব্যবধান যে দুই থেকে তিনগুণ কমিয়ে দেবে, তা কেউই যেন ভাবতে পারেননি। এটা কী প্রত্যাশা করেছিলেন 'হেভিওয়েট' প্রার্থীরা।

এবারের ভোটে বিরোধী শিবিরের প্রচারের মূল অস্ত্রগুলিই ভোঁতা প্রমাণিত হল মহানগরী দখলের লড়াইয়ে। সাবেকি কলকাতার মানুষরা ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে দিদির দলের প্রার্থীদের কপালে জয়ের টিকা পরিয়ে দিলেন। সাবেক কলকাতার মোট আসন ৭+৪ মোট ১১টি। মোট প্রার্থী উত্তর কলকাতায় ৫৮ জন ও দক্ষিণ কলকাতায় ৩৭ জন। মোট ভোটার ২২,৯৫,৬২১ জন। পুরুষ ভোটার ১২,৬২,৯০০ জন। মহিলা ১০,৩২,৭০১ জন। সাবেক কলকাতায় ভোট দান ৬৫.৩৩ শতাংশ। তৃণমূল পায় ৪৮.৩৮ শতাংশ। জোট ৩২.০৬ শতাংশ ও বিজেপি ১৫.১৯ শতাংশ। ২০১১তে সাবেক কলকাতায় তৃণমূল পায় ৫৯.৬৪ শতাংশ। জোট ৩২.৫৭ শতাংশ ও বিজেপি ৫.১৭ শতাংশ। ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল পায় ৪৭.৬৭ শতাংশ ভোট। জোট ৩৩.৯৮ শতাংশ ভোট। চৌরঙ্গিতে তৃণমূল পায় ৪৭.২৯ শতাংশ। জোট ৩৫.৯৫ শতাংশ। জোড়াসাঁকোতে তৃণমূল পায় ৪২.৭৮ শতাংশ। জোট ৩৬.৭৭ শতাংশ। কলকাতা বন্দরে তৃণমূল ৫৩.২১ শতাংশ। জোট ৩৩.৯৮ শতাংশ। কসবা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম এবং মেটিয়াবুরুজে নোটায় (নান অফ দ্য অ্যাবভ) পক্ষে ভোট দান যথাক্রমে ৩৭০৯টি, ৪০৯৩টি, ৩৭১৪টি, ৩৯১০টি, ৪১৩১টি এবং ২৭৫২ টি ভোট।

ফিরল ইতিহাস

ওঙ্কার মিত্র

সেই ১৯৬৭ সালের ১ মার্চ। ৫০ বছর পার করে পশ্চিমবঙ্গ ফের ফিরল একদলীয় শাসনে। সেই শেষ একক কংগ্রেস শাসনের ১৯৬২ সালের এক বছরের রাষ্ট্রপতি শাসনের পর ওই বছরের ৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। পাঁচ বছরের আগমার্কা কংগ্রেস শাসনের পর এপার বাংলায় 'কোয়ালিশন ' বা জোটের যুগ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এর পরের ইতিহাস উথাল–পাথালের। টালমাটাল শেষ হয় ১৯৭১ সালের ২৮ জুন, চতুর্থ রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ বাংলাকে দিয়েছে জোট ভাঙা–গড়ার খেলা। আজ একই মালায় আবদ্ধ বাম এবং কংগ্রেস এই খেলার মূল দুই খেলোয়াড়। এদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রতারণায় অজয় মুখোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের অবস্থা প্রমাণ করেছিল সেই প্রবচনকে যার নাম 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'। সেই ইঁদুর দৌড়ে প্রথমে অজয় মুখোপাধ্যায়, এরপর প্রফুল্ল ঘোষ, ফের অজয় মুখোপাধ্যায়। বার বার বামেদের হাতের পুতুল হয়ে বসেছেন আর পড়েছেন।

এরপর সেই কুখ্যাত ১৯৭২ সাল। অশান্ত বাংলা। রক্তাক্ত বাংলা। বামেরা যার ছবি দেখিয়ে ৩৪ বছর কংগ্রেসকে ক্ষমতার কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয়নি। অবশ্য সেই বাহাত্তরেও কংগ্রেসের কাছ ছাড়েনি সিপিআই। সেবার একক কংগ্রেস শাসনের সম্ভাবনা থাকলেও সিপিআই তা হতে দেয়নি। অবশ্য দুবছর পর জোট ভাঙে সিপিআই। তারপর লাল নিশানে আবদ্ধ বাংলায় শুধুই বামেদের দাম্ভিক পদচারণা। যে দম্ভে মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী নিধন, বানতলা, ধানতলা একাকার হয়ে গিয়েছে। যে দম্ভে মুখ্যমন্ত্রী অবলীলায় তাঁর ভগবানতুল্য এক মন্ত্রীকে বলে দেন 'ভাল না লাগে মন্ত্রিসভায় আছেন কেন?' ধর্ষণের পরে বলেন 'অমন তো কতই ঘটে'। আর এক মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের প্রতি অবজ্ঞাভরে মন্তব্য ছুঁড়ে দেন 'আমরা ২৩৫'।

সেই দম্ভের অবসান ঘটালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালের ২০ মে। সঙ্গে ছিল কংগ্রেস, এসইউসি এবং ১৫টি ছোট ছোট দল। চলার পথে সকলেই ছেড়ে দেন মমতার হাত। ২০১৬–র নির্বাচনে সম্পূর্ণ একা লড়ল তৃণমূল যাতে ২৯৩টি কেন্দ্রে নিজেকেই অঘোষিত প্রার্থী করেছেন তিনি। একটিতে স্বয়ং প্রার্থী হয়েও ছুটে বেড়িয়েছেন বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কঠোর পরিশ্রম করে বাংলায় ফিরিয়ে দিলেন একদলীয় শাসন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযান।

সিবিআই চেয়ে মামলা মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : মোষ চোর অপবাদে কলেজ ছাত্র কৌশিক পুরকাইতকে খুনের অভিযোগে অন্যতম অভিযুক্ত যুবরাজ মাঝি ও পঞ্চমী মাঝিকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। মঙ্গলবার বিকেলে কুলতলির মৈপীঠ থেকে যুবরাজ ও পঞ্চমীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বুধবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের ১৩ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিন অভিযুক্তদের পক্ষে কোনও আইনজীবী ছিল না। সিআইডি সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃত ৮ জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে। এফআইআর–এ মাঝি দম্পতির নাম ছিল। এরাই ঘটনার দিন কৌশিককে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। যুবরাজ টর্চ দিয়ে কৌশিকের বুকে–পিঠে বারবার আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে কৌশিকের রক্তক্ষরণ শুরু হয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ পরে কৌশিকের মা ও মাসি ঘটনাস্থলে আসার পর পঞ্চমী চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে পেটায়। সেদিনের ঘটনায় অন্যতম পান্ডা এই মাঝি দম্পতি। তাপসের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করলে সেদিনের ঘটনার আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। পাশাপাশি যে টর্চ দিয়ে কৌশিককে মারধর করা হয়েছিল সেটাই

উদ্ধার করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান কাজ।

অন্যদিকে, এদিন হাইকোর্টে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে মামলা করেছেন, কৌশিকের মা চন্দ্রানী পুরকাইত। এদিন হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে কৌশিকের বাবা কার্তিক পুরকাইত বলেন, 'রাজ্য পুলিশের ওপর আমাদের আস্থা ছিল না। সিআইডিও খুব বেশি কিছু করে উঠতে পারেনি। তার জন্য আমরা হাইকোর্টে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা করলাম।' পাশাপাশি অভিযুক্ত তাপসের অনুগামীরা কৌশিকের মা ও মাসিকে লাগাতার হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন কৌশিকের বাবা। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কৌশিকের পরিবার রাজ্য পুলিশে আস্থা রাখতে না পারায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে আপিল করা হল। অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ায় লাগাতার হুমকি আসছে কৌশিকের পরিবারের ওপর । রাজ্য পুলিশকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে।' অন্যদিকে এদিন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ডায়মন্ডহারবার হরিণডাঙার সূর্যপাড়ার ৩ বাসিন্দাকে মুক্তির দাবিতে সিআইডি'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই সাংবাদিককে খুন করে দেখিয়ে দিল

বিহারে ঝাড়খন্ডে ফের জঙ্গল রাজ ফিরে আসছে। দুষ্কৃতীরা বাইকে করে এসে অবাধে গুলি করে খুন করল সাংবাদিকদের। প্রশাসন ধোঁয়াশায়।

রবিবার : চিনের দুর্বুদ্ধির খামতি নেই। ভারত সীমান্তে বাড়তি সেনা

মোতায়েন করছে চিন। সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও জোরদার করছে বেজিং। সতর্ক করল আমেরিকা।

সোমবার : প্রকৃতির গতিবিধি বুঝতে ব্যর্থ দিল্লির মৌসম ভবন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে পোষা আবহাওয়াবিদরা দিশাহারা। একবার বলছেন বর্ষা আসছে ঠিক সময়ে

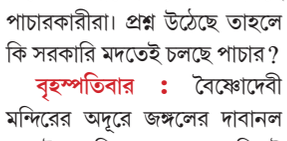

আবার বলছেন বর্ষার দেরি হবে আসতে।

মঙ্গলবার : কালনার মর্মান্তিক নৌকাডুবির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল

ফেরিঘাটগুলিতে নৌকা চলাচল ও যাত্রী পারাপারে মানা হয় না কোনও বিধি নিষেধ। দেখভালেরও কোনও ব্যবস্থা নেই।

বুধবার : ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবাধে ঢুকছে জাল নোট। না লুকিয়ে চুরিয়ে

নয়। রীতিমতো পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসছে পাচারকারীরা। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি সরকারি মদতেই চলছে পাচার?

বৃহস্পতিবার : বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের অদূরে জঙ্গলের দাবানল ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে ত্রিকূট পাহাড়ে। হেলিকপ্টারে করে পর্যটক বহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দাবানল নিয়ন্ত্রণে নেমেছে ভারতীয় সেনা।

শুক্রবার : আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে বেরোল বিরোধীদের ধূলিসাৎ করে তৃণমূল সুপ্রিমো

দেখিয়ে দিলেন বাংলার মানুষ আছে তার সাথেই। এখন তিনি আগামী দিনে দল কিভাবে সাজান তার দিকেই তাকিয়ে আছে মানুষ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নির্ভর করুন মেয়াদী আমানতেও

লগ্নিযোগ্য পুরো অর্থ নয় শেয়ার বাজারে

শুদ্ধাশিস গুহ

একটা প্রবাদ আছে না রাষ্ট্রীয় ভাষায়, হাতি চলে বাজার, অউর কুত্তা ভঁউকে হাজার। শুরুতেই এই আপ্তবাক্য ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম শেয়ার বাজারের গতিপথের একটা নমুনা টানার জন্য। এই বাক্য যে কতটা খাটি তা দীর্ঘদিন যারা শেয়ার বাজারে লগ্নি চালিয়ে যাচ্ছেন তারা হাড়ে হাড়ে জানেন। এখানে কোনও ওস্তাদের ওস্তাদি কাজে আসে না। বড় জোর কিছুটা ভবিষ্যতবাণী সাফল্যের মুখ দেখে আর কি। কিন্তু শেয়ার বাজারের ভবিষ্যত নির্ণয় সংক্রান্ত যে পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞরা করে থাকেন তার অনেকটাই মাঠে মারা যায়। বাজার এই চলে নিজের মুডে, নিজস্ব ভঙ্গিমায়। এটা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। বলা যেতে পারে এ হল এক ধ্রুব সত্য। তাই কেউ যদি বিশালাকার পুঁজি লগ্নি করে ভেবে বসেন মালামাল হয়ে উঠবেন সে বা তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হতে সময় লাগে না। আবার কেউ খুব কম অর্থ নিয়ে নামা সত্ত্বেও ধৈর্য্য এবং নিয়মিত ইনভেস্টমেন্ট (সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট বা এসআইপি) পদ্ধতি মেনে চলে একটা সময়ে গিয়ে ভালো অঙ্কের অর্থ রোজগার করতে পারেন। তাও সাদা ভাষায় বলতে গেলে বলা চলে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের সূত্র ধরেই, যে আপনি যে অর্থ লগ্নি করেছেন তা যদি ব্যাঙ্কের বর্তমান সুদ প্রদান হারের চেয়ে বেশি হয় তাতেই খুশি থাকা উচিত। মনে রাখবেন আমি তো এগিয়ে রয়েছিল এফডি বা ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমের থেকে। এই প্রফুল্লতা মনে আনতে পারলে এবং সঠিক জায়গায় অর্থ ছড়িয়ে দিতে পারলে ভরাডুবির সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরং অর্থবান হয়ে ওঠার আশা আরও প্রকটিত হয়ে ওঠে।

বাজারের ধর্ম পালন করবে বাজার নিজেই। লগ্নিকারীরা তা নিয়ে যতটাই আন্দোলিত হন না কেন, সে নিজের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু এ দেশের ক্ষেত্রে নয়, গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারের জন্য প্রযোজ্য। কোন ঘটনায় বাজারে হিল্লোল উঠবে, আর কোন ঘটনায় বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বলা সম্ভব নয় কোনও শেয়ার বিশেষজ্ঞের পক্ষে। যদিও সুযোগ ছাড়েন না তাঁরা কোনওভাবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা কাজ করে হামবড়া মনোভাব। যার প্রেক্ষিতে নিজেদের মন্তব্য জাহির করার সুযোগ ছাড়তে চান না বিশেষজ্ঞরা। তবে এও ঠিক কেউই অযাচিতভাবে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ করতে চাইবেন না। তা হলেও যেহেতু শেয়ার বাজারে বহু মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকে তাই সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা বাজে মন্তব্য হঠাৎ করেই প্রেক্ষাপট পালটে দিতে পারে। মানে খারাপ প্রভাব পড়ে যেতেই পারে। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এদিকে নজর থাকে না তা নয়। বরং অনেক সময় তাঁরা আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দেন এই ধরনের উক্তি বা বক্তব্য তাদের কোনও অভিপ্রায় নিয়ে করা নয়। এই প্রসঙ্গে নিজেদের অভিব্যক্তিও তারা তুলে ধরেন বিবিধ গণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তাও নিরপেক্ষতা শব্দটা বড্ড ক্লেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে। সেই যখন পুরাতন জমানায় ভারতের শেয়ার বাজারে ডিজিট্যাল ব্যবস্থা বা কম্পিউটরাইজড সিসটেম তখন স্বপ্নের মতো। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারের কাজ হত কাগজের নোটের মাধ্যমে। প্রধানত পারস্পরিক বিশ্বাসই ছিল তখনকার শেয়ার বাজারের মূলধন। সেইসময় যে সব কিছু সঠিক ছিল তা নয়। প্রচুর মানুষ ভুলভাল ব্রোকারের পাল্লায় পড়ে নিজেদের পুঁজিপাটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন নজির আছে যেমন তেমনই আবার ভালো ব্রোকারের পরিষেবাগুণে সমৃদ্ধ হওয়ার ঘটনাও রয়েছে।

অর্থনীতি

আসল কথা হল অতি অবশ্যই সেই শিক্ষার বাতাবরণ এবং পরিষেবা দেওয়ার মতো মানুষের কাছে পৌঁছানো। এই ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন ভাগ্যের কথা। যদিও অভিজ্ঞতা সে কথা প্রকট করে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে ভালো পড়াশুনা এবং সঠিক ব্রোকার হাউজের যুগলবন্দিতে বিনিয়োগকারী লাভবান হন। এটা ঠিক যে প্রতিদিন যারা বাজারে কেনাবেচা করতে অভ্যস্ত বা ফাটকা করতে চান তাদের একটা পরিসীমা মেনে কাজ করা বিশেষ দরকার। তা হলেই লাভের মুখ দেখা সম্ভব। নিয়মানুযায়ী যারা রেগুলার ট্রেডিংয়ে যেতে চান তাদের উচিত দিনে দিনে ২ শতাংশ লাভ পেলে তা বুক করে নেওয়া। কারণ শেয়ার বাজারের বড় ধর্ম হল চূড়ান্ত অস্থিরতা। এখানে পদে পদে বিরাজ করছে বিপদ। তার মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই বিশাল ব্যাপার। এহেন অবস্থায় লাভ যে সবসময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে তা নয়। এক ধরনের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে উপস্থিত হয় যখন শেয়ারের দাম তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। এমন অনেক সময় হয় যে আপনি বা আপনারা শেয়ার বিক্রি করার পর তার দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করল। আবার একভাবে শেয়ার কেনার পর তার দাম পড়ে যাওয়ার উদাহরণ তো ভুরিভুরি। ট্রেডারা এক্ষেত্রে দোষারোপ করেন তাদের ভাগ্যকে। কিন্তু সবার আগে ভাবা দরকার ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকেও বড় চালিকাশক্তি হল স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ। যার জন্য নিজেদের পড়াশুনা, টেকনিক্যালস জানা, কোম্পানিফান্ডামেন্টাল বোঝা ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদানের একত্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। তবেই গিয়ে দুয়ে দুই হবে। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এবার দেখা গেল কোনও শেয়ার আপনি যখন কিনলেন তার পরে পরেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পাঁচ শতাংশের মতো বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে লোভের পরিমাণ বেড়ে যায়।

তাও পরামর্শ একটা ভালো অর্থ তখন পকেটে ঢুকছে তখন তা নিয়ে নেওয়া উচিত। হয়তো বিক্রির পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারটি বিশাল একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে, ২০ শতাংশ বেড়ে বাইং ফ্রিজ হলেও হতে পারে। তাও আপশোস করা একদম উচিত নয়। কারণ শেয়ার বাজার আর অনুতাপ বা আপশোষ কথা একদম ভিন্ন মেরুর। এখানে প্রতিনিয়ত, দৈনিকভাবেই সুযোগ আসে। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম সুযোগ বা সুর্বণ মওকা। এর সদ্ব্যবহার করতে হয় যথার্থভাবে। না হলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা তুলে ধরতে দার্শনিকতার সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাঁদের কথানুযায়ী শেয়ার বাজার হল অনেকটা সমুদ্রের মতো। এ যদি আপনার কিছু (এক্ষেত্রে টাকা) নিয়ে থাকে তবে তার দ্বিগুণ ফেরৎও দেয়। এটাই বাজারের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য যারা নিয়মিত ট্রেড করেন তাদের ব্যাপারেই। কারণ এদের মধ্যে হতাশ হওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাফল্যে উল্লাসিত হওয়ার পরেই দেখা যায় হাতের মাল বেচে দেওয়ার পর তার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষাদের ছায়া।

যে কোনও শেয়ার বাজারেই আবার দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। যার মূল সারবত্তা হল শেয়ার বাজারে যে সময়ে বিনিয়োগ করেছেন সেই সময়কার প্রবণতা কি সেটা ভালো করে জরিপ করে নেওয়া। ধরুন এখন ব্যাঙ্কিং শেয়ারগুলি একটু ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে নানা প্রতিকূলতাকে গুডবাই বলে, সেক্ষেত্রে ভালো ফান্ডামেন্টাল যুক্ত ব্যাঙ্কিং শেয়ার কিনে নিতে হবে বিভিন্ন পরিমার্জনে। আগামী ১–৩ বছরে গিয়ে হয়তো আপনি অনেকটাই অর্থ গুণতে পারবেন। ভুল করেও যে সেক্টর চলছে না এই সময়কালে (যখন লগ্নি করছেন) তাতে অর্থ খাটানো একেবারে ঠিক নয়। এই নীতি নিয়ে চললে সদা হাস্যময় থাকার সম্ভাবনা এই ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে। পরিশেষে বলতেই হবে শেয়ার বাজার যেরকম ঝুঁকিপূর্ণ তাতে আপনার লগ্নিযোগ্য অর্থের দশ শতাংশ থেকে চারাআনা বিনিয়োগ করা উচিত। সুদ যতই কমুক সেই বাকি অর্থ এফডি তে থেকে যাওয়াই শ্রেয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ মে – ২৭ মে, ২০১৬

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

বিএসএফে ৫৬১ কনস্টেবল

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ৫৬১ জন কনস্টেবল (ট্রেডসম্যান) নেবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। নিয়োগ হবে বিভিন্ন ট্রেডে। শুধু ছেলেরা আবেদন করবেন।

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদ : কবলার ৬৭টি, টেলর ২৮টি, কার্পেন্টার : ২টি, পেন্টার ৫টি, ড্রাফটসম্যান ১টি, কুক ১৪০টি, ওয়াটার ক্যারিয়ার ৪৯টি, ওয়াশারম্যান ৪৯টি, বার্বার ৪২টি, সুইপার ১৪৭টি, ওয়েটার ২৪টি, মালি ১টি, খোজি ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা, অথবা স্বীকৃত ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা, অথবা সংশ্লিষ্ট বা সমতুল ট্রেডে ২ বছরের আইটিআই ডিপ্লোমা কোর্স পাশ। **বয়স :** ১–৮–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬৭.৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি)।

বুকের ছাতি : না–ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (শুধু তফসিলি উপজাতি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি) উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। **দৃষ্টিশক্তি :** ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ২৪ মিনিটে ৫ কিলোমিটার দৌড়।

লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, ইংরেজি। সেইসঙ্গে প্রার্থীরা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা যাচাই করা হবে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। উত্তর দিতে হবে ও এমআর শিটে। সময় ২ ঘন্টা। ট্রেড টেস্টে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজে প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হবে।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.bsf.nic.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে। দরখাস্তের সঙ্গে নির্দিষ্ট অংশগুলি পূরণ করে অ্যাডমিট কার্ডও পাঠাবেন। নির্দিষ্ট ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ১৯ জুনের মধ্যে। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা, দরখাস্তের সঙ্গে কী কী নথিপত্র জমা দিতে হবে, ফি–সম্পর্কিত তথ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশদে জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভারত পেট্রোলিয়ামে ১৯৬

১৯৬ জন ফিল্ড অপারেটর নেবে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। নিয়োগ হবে আইটিআইয়ের বিভিন্ন ট্রেড থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে সংস্তার এলপিজি প্লান্ট ও বিপনন কেন্দ্রগুলিতে নিয়োগ হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক। সেইসঙ্গে মোট অন্তত ৭০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ) নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডের কোনওটিতে ২ বছরের আইটিআই কোর্স পাশ। রেগুলার কোর্সে আইটিআই পড়ে থাকতে হবে। নির্দিষ্ট আইটিআই ট্রেডগুলি হল : ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট), ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স, মেন্টেন্যান্স মেকানিক (কেমিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক মেকাট্রনিক্স, মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) আইটিআই কোর্স সম্পূর্ণ করার পরে পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস বা সংশ্লিষ্ট কোনও শিল্পে অন্তত এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অথবা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে) করা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।বেতনক্রম : ৯,২৫০–২০,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ অনুসারে আইটিআইয়ে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হবে। সবশেষে মেডিকেল টেস্ট। প্রার্থী তাঁর নিজের রাজ্যের শূন্যপদে অগ্রাধিকার পাবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bharatpetroleum.com>Careers ২০ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ২০ মে থেকে খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

জবলপুর অস্ত্র কারখানায় ১০৯

মজদুর, ক্লার্ক, ফায়ারম্যান, মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, মজদুর, মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ফায়ারম্যান পদে ১০৯ জন কর্মী নেবে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপো। শূন্যপদের বিন্যাস : টিএমএম (মজদুর) : শূন্যপদ ৭৬টি (সাধারণ ৩৮, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ২১ ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য এবং ৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। ফায়ারম্যান : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাত ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মজদুর ও ফায়ারম্যানের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। ক্লার্কের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে যে–কোনও শাখায় স্নাতক। অথবা মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা অথবা যে–কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

বয়স : ১০–৬–২০১৬ তারিখে মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সব কটি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও খেলোয়াড়েরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। দৈহিক মাপজোক : শুধুমাত্র ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। তফসিলি উপজাতি প্রার্থীরা ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১.৫ ও ৮৫ সেমি। ওজন অন্তত ৫০ কেজি হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে মজদুর পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা, ক্লার্ক ও ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ২,৮০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে থাকবে অতিরিক্ত স্কিল টেস্ট এবং ফায়ারম্যান ও মজদুর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২৫ নম্বর), জেনারেল ইংলিশ (৫০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড (২৫ নম্বর) ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। সময়সীমা দু'ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা ২০ মিনিট বেশি সময় পাবেন।দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬৩.৫ কেজি ওজনের একজন মানুষকে ৯৬ সেকেন্ডে ১৮৩ মিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া, দু'পায়ে লাফিয়ে ২.৭ মিটারের পরিখা অতিক্রম (লং জাম্প) ও হাত–পায়ের সাহায্যে দড়ি বেয়ে ৩ মিটার ওঠা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। ১০ জুনের মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : "RECRUITMENT CELL" C/O COMMANDANT, CENTRAL ORDNANCE DEPOT, POST BOX NO–20, JABALPUR (MP) PIN–482001.

পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

● ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। এর মধ্যে দুটি ফটো দরখাস্ত ও অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপর ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে নেবেন।

● বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল।

● শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ● কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ● প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। ● দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

● খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ স্পোর্টস সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

● নিজের নাম, ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

● যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সম্ভাব্য মন্ত্রী কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তৃণমূলের জয়ী ২১০ জন বিধায়ক উপস্থিত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করেছেন। আগামী ২৭ মে কলকাতার রেড রোডে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নেবেন। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২১১টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস ঐতিহাসিক নজির গড়েছে। নতুন মন্ত্রিসভায় কারা ঠাঁই পাবেন, সে নিয়ে চলছে নানা চর্চা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি আসনের মধ্যে ২৯টিই তৃণমূল দখল করেছে। এই জেলা থেকে কারা আসতে পারেন নতুন মন্ত্রিসভায়? জেলার তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা বলবেন। তবে নানা সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নতুন মন্ত্রিসভায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খান পূর্বের ন্যায় থেকে যাবেন। বিগত সরকারে প্রথম দিকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন শ্যামল মন্ডল। পরবর্তী সময়ে তাঁকে সরিয়ে কাকদ্বীপ থেকে জয়ী মন্টুরাম পাখিরাকে আনা হয়। এবারেও মন্টুরাম জিতেছেন।

তাঁকে এবারও নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হতে পারে। সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। তিনিও এবার জিতেছেন। তাঁকে হয়তো অন্য কোনও দপ্তর দেওয়া হতে পারে। নতুন মন্ত্রিসভায় এবার নতুন মুখ হিসাবে বিষ্ণুপুর থেকে জয়ী দিলীপ মন্ডলকে তুলে আনা হতে পারে। ভাঙড় থেকে জয়ী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লাকে নতুন মন্ত্রিসভায় আনা হবে কি না যে নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ পোড়খাওয়া এই রাজনীতিবিদ তথা বাম সরকারের প্রাক্তন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী বারবার বাম সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলেছেন। তাই তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর ব্যাপারে অনেক ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সাতগাছিয়া থেকে সোনালী গুহ, বিগত সরকারের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। তাঁকে হয়তো ওই পদেই আবার দেখা যেতে পারে। তা না হলে অন্য কোনও দফতর তাঁকে দেওয়া হতে পারে। নতুন মন্ত্রিসভায় ফলতা থেকে জয়ী তমোনাশ ঘোষকে আনা হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

আবিরময় সোনারপুর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : তিন মাস ধরে নির্বাচনের যে ডামাডোল বেজেছিল তারই পরিসমাপ্তি ঘটল বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোয়। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হতেই একে একে বেরিয়ে পড়ে দলের সমর্থক ও কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩১টি আসনের মধ্যে দুটিতে সিপিএম জিতেছে এছাড়া সবকটি তৃণমূল আসন পেয়ে জব্দ করেছে জোট শক্তিকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ, বারুইপুর পূর্ব, পশ্চিম, জয়নগর ভাঙর, কাকদ্বীপ, রায়দিঘি, এইসব এলাকা তৃণমূলের দখলে চলে এসেছে। শুধু কুলতলিতে সিপিএমের প্রার্থী রামশঙ্কর হালদার জয়ী হয়েছেন।

এবারে ব্যাপক ভোটে জয়ী হয়েছেন সোনারপুর উত্তরে ফিরদৌসী বেগম। তার নিকটতম সিপিএম প্রার্থী জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে ২৪,৮৮০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন। সোনারপুর দক্ষিণ তৃণমূলের প্রার্থী জীবন মুখোপাধ্যায় তার নিকটতম সিপিআই প্রার্থী তড়িৎ চক্রবর্তীকে ১৫,০২৯ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন। ভাঙরের তৃণমূলের প্রার্থী রেজ্জাক মোল্লা তাঁর নিকটতম সিপিএমের প্রার্থী আবদুল রসিদ গাজীকে ১৮,২৫০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন। বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূলের প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম সিপিএম প্রার্থী সফিউদ্দিন খানকে ৩৬,৫৩৬ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন। বারুইপুর পূর্ব নির্মল মন্ডল বহু পুরোনো পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। তিনি এবার তাঁর নিকটতম সিপিএম প্রার্থী সুজয় মিস্ত্রিকে ২০,৩২০ ভোটে হারিয়েছেন।

এবার আসা যাক জয়নগর। স্বাধীনতার পর এই প্রথম জয়নগরে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আইএনসির সুজিত পাটোয়ারিকে পরাজিত করেন ১৫,০৫৫ ভোটে। এটা সত্যি জয়নগরের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকল। কুলতলিতে সিপিএমের প্রার্থী রামশঙ্কর হালদার তৃণমূলের প্রার্থী গোপাল মাঝিকে ১০,৬৯১ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন। এবারে বিরোধীদের সারদা থেকে নারদা বা বিবেকানন্দ উড়ালপুল ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে যেভাবে প্রচার চালিয়েছিল কোনওটাই কাজে লাগল না সব কিছুই উড়ে গেল মমতা উন্নয়নের হাওয়ায়। প্রথম রাউন্ড খবর আসছিল বেশির ভাগ ২০০–২৫০ মার্জিনে জিতছে। এরপর বাড়ল পাঁচশো তারপর বেড়ে দাঁড়াল দুহাজার। সপ্তম রাউন্ড থেকে খবর পাওয়া গেল পাঁচ হাজার ছয় হাজার ভোটের ব্যবধানে এরা এগিয়ে আছে। তারপর দশ হাজার ১৪ রাউন্ডে গিয়ে দেখা গেল কুড়ি হাজার, পঁচিশ হাজার ব্যবধানে জয়ী হয়েছে প্রার্থীরা। ফলাফলের শেষে সবুজ আবির নিয়ে জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের উন্মাদনা ও নাচ শুরু হয়ে গেল সোনারপুরে গণনা কেন্দ্রে বোসপুকুর কলেজ মাঠে।

বাংলায় এবার দিদি নম্বর ১

মেহেবুব গাজি

দিদি–ই নাম্বার ওয়ান। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ আসনের ২১১তে তিনিই। তাই মানুষ যেন এই আশীর্বাদের হাত সরিয়ে না নেন। আর এই কথাটি বঙ্গে ছুয়ে গেল সেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ। পাঁচ বছর পর এবারে বিধানসভাতে দেখা গেল দিদির বিকল্প দিদিই। গত বারের থেকে বেশি ভোটে এককভাবে লড়ে প্রমাণ করে দিল যে মানুষের সমর্থন ছিল, আছে আর ভবিষ্যতে থাকবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনে ২টি সিপিএমের ক্ষমতা থাকলেও সবুজের দুর্গ অটুট রইল। সম্প্রতি রেজ্জাক মোল্লা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে নানা ঝড় উঠেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি এবারেও তিনি বিধায়ক। তিনি এ জেলার প্রথম একইভাবে এতবারের বিধায়ক। সব ছেড়ে বড় ম্যাজিক জয়নগরের এসইউসিআই দুর্গ ভেঙে তৃণমূলের জয়গান। ডায়মন্ড হারবারে ও কাকদ্বীপ মহকুমাতে তৃণমূলের ঝড় উঠল। ব্যাপকভাবে জিতল মন্দিরবাজার বিধায়ক জয়দেব হালদার (২৫,১৬১), কাকদ্বীপ মন্টুরাম পাখিরা (২৪,৭২১) ফলতা বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ (২৩,৪৯২) দীপক হালদার (১৫,০৯৭) তবে এসব জায়গায় আরও ভোট বাড়ত বলে আশা করছে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবারে আরও ১০–১৫ হাজার ভোট বাড়তে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ব্যাপক ভাবে প্রকট হয়ে যাওয়া, পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান পান্নালাল হালদার, মনমোহিনী বিশ্বাস ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করায় ভোট এখানে কমে যায়। ভোট প্রচার চলাকালীন কোনও প্রচারে নামেনি এই দুই মুখ। পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করা এলাকায় গিয়ে বিধায়কের অপপ্রচার, সংবাদমাধ্যমে বিধায়কের বিরোধিতা করায়, ডায়মন্ডহারবারের বিধায়ক দীপক হালদারের ভোট ব্যাঙ্ক কমে যায়। এছাড়া এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রায় ১৪ হাজারের ভোট পাওয়ায়। তৃণমূলের ভোট কমে গিয়েছে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক ইস্যু করেই বিজেপির বাড় বাড়ন্ত দেখা গিয়েছে এই কেন্দ্রে। অপরদিকে রায়দীঘি কেন্দ্রে দেবশ্রী রায় খুব অল্প মার্জিনে জিতে আবারও বিধায়িকা হলেন। অথচ যিনি নিজেকে ভূমিপুত্র বলে দাবি করে মাটি কামড়ে এলাকায় পড়েছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তার এলাকা বাঁচাতে পারলেন না। পরোক্ষভাবে রায়দীঘি তে দলের লোকের ক্ষোভ ছিল দেবশ্রী রায়ের বিরুদ্ধে। বামপ্রার্থীরা মনে করছেন এখানে এসইউসিআই ব্যাপকভাবে তৃণমূলে চলে যাওয়ায় এবারের ভোটে সমর্থন করেছে। রায়দিঘি অধিকাংশ পঞ্চায়েত বামেদের যাওয়াটা ভরসা ছিল। কিন্তু গেলেও হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কথা চিন্তা করে মানুষ ভোট দিয়েছে তৃণমূলে। কিন্তু দেবশ্রীর ব্যাপক অপপ্রচার, দলের অসন্তোষ, এলাকায় না যাওয়া এসইব মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভোট কম হওয়ার একমাত্র এই কেন্দ্র হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল। মানুষ ভেবেছিল 'কান্তি দা' ম্যাজিক করবে। কিন্তু দেখা গেল ম্যাজিকের ছড়ি এবার দেবশ্রীর হাতে। তবে বিক্ষুব্ধ এক তৃণমূল নেতা বলেন গোটা বাংলায় ভোট হয়েছে শান্তিতে। আর মানুষ ভোট দিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার উন্নয়নকে দেখে প্রার্থীকে দেখে নয়।

হুগলিতে ভালো ফল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়ের শেষ হাসি হাসল শাসক দলই। হুগলি জেলায় ১৮টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্যভাবে এই জেলায় তৃণমূলের মুজফফর খান। সৈয়দ রহিব নবী মতো হেভিওয়েট দুইজন পরাজিত হয়েছেন। তবে পান্ডুয়া লালদুর্গ বরাবরই। অন্যদিকে চাঁপদানি তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস সিপিএম জোট। এবার উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল ১২,০০০ হাজার ভোটে সিপিএম প্রার্থী শ্রুতিনাথ প্রহরাজকে পরাজিত করেন। চাঁপদানি কেন্দ্রে জোট প্রার্থী আব্দুল মান্নান ৭,২৮২ ভোটে তৃণমূলের মজফফর খানকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। পান্ডুয়ায় তৃণমূলের ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবী কে দু'বারের জয়ী সিপিএমের শেখ আমজাদ হোসেন ১৩,০৯২ ভোটে জয়ী হয়েছেন। সিঙ্গুরে তৃণমূলের রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সিপিএমের রবীন দেবকে ২০,৩২৭ ভোটে পরাজিত করেন। চন্দননগরে তৃণমূলের গায়ক ইন্দ্রনীল সেন সিপিএমের গৌতম সরকারকে মাত্র ২১১৪ ভোটে হারান। শ্রীরামপুরে তৃণমূলের সুদীপ্ত রায় কংগ্রেসের শুভঙ্কর সরকারকে ৯,৯০৭ ভোটে পরাজিত করেন। চুঁচুড়া কেন্দ্রে তৃণমূলের অসিত মজুমদার ২৯,৬৮৪ ভোটে ফরওয়ার্ড প্রার্থী প্রণব ঘোষকে পরাজিত করেন।

তারকেশ্বরে তৃণমূলের প্রার্থী রচপাল সিং এনসিপি প্রার্থী সুরজিৎ ঘোষকে ২৭,৬৯০ ভোটে হারায়।

অন্যদিকে নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চুঁচুড়ায় কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর এবং চন্দননগর সিপিএম নেতাদের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সমর্থকদের মারে অসীম ঘোষাল নামে এক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। এদিকে এদিনই ভদ্রেশ্বরে গৌরহাটি জিটি রোডে সিপিএমের জোনাল পার্টি অফিসে তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালায়। ওই অফিসে চেয়ার টেবিল পাখা আলমারি ভাঙচুর চালানো হয়। এমন কি তৃণমূলীরা সিপিএমের মহিলা কর্মীদের উপর চড়াও হয়। চন্দননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাতলায় পরপর তিনটি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তৃণমূল সমর্থকরা লোকাল কমিটির সদস্য সুশান্ত সিংহের বাড়িতেও ভাঙচুর চালায়। সিপিএম নেতা সুকুমার সাহার বাড়িতে ঢুকে আসবাবপত্র জানলার কাঁচ সহ বিভিন্ন জিনিস ভেঙে চুরমার করে। বর্তমানে সিপিএম কর্মী সমর্থকরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

মমতার দ্বিতীয় ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে এবারের এই ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন স্বাধীনতার উনসত্তর বছরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে রইল। সবচেয়ে যেটা বড় বিষয়, তা হল, কোনও একক দল হিসেবে প্রায় দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন। আর এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাজিকেই'। এবারের নির্বাচনকে ঘিরে 'আলিপুর বার্তা'য় পরপর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় নির্বাচনের বিভিন্ন গতি–প্রকৃতি নিয়ে অনেকগুলি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে উত্তর সম্পাদকীয়তেও। নির্বাচন কেন্দ্রিক সেইসব প্রতিবেদনগুলি এই প্রতিবেদক ছাড়াও লিখেছেন পার্থসারথি গুহ, ওঁকার মিত্র, নির্মল গোস্বামী প্রমুখ প্রতিবেদকগণ। কিন্তু কোনও প্রতিবেদনেই বাম–কংগ্রেস জোটের শাসন ক্ষমতায় আসার বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সপক্ষে কোনও প্রকাশনা ছিল না। এই প্রতিবেদক তো জোরের সঙ্গে তার একাধিক প্রতিবেদনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূলের প্রত্যার্তনের কথা বারংবার বলে এসেছেন। শতাংশের বিচার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। তবে তার জন্য অন্য অনেক অবকাশ আছে। তবে তা এই প্রতিবেদনে নয়। সারদা, নারদা সহ বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগগুলি তৃণমূলনেত্রীকে বিভ্রান্ত করেছিল, তার কোনও প্রভাব এই নির্বাচনে পড়েনি। কারণ রাজ্যের মানুষ সেইসব বিভ্রান্তিমূলক প্রচারকে সুনজরে নেয়নি।

তার মধ্যে রাজ্যের মানুষ উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনাকেই দেখেছেন। নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে এবারের নির্বাচন পরিচালনা নিঃসন্দেহে সমস্ত সমালোচনার উর্ধে। এমনকি বিরোধীরাও এহেন নির্বাচন পরিচালনার জন্যে নির্বাচন কমিশনকে স্যালুট করেছেন। 'পরিবর্তন–এর পরিবর্তনের' আশায় জোট প্রার্থীরা বুক বেঁধেছিলেন। এমনকি এক শ্রেণির সংবাদ মাধ্যমও উঠেপড়ে লেগেছিল এই পরিবর্তনের। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই পাঁচ বছরের উন্নয়নের নিরিখে, সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে সম্মান জানানোর ফলশ্রুতি এই ফলাফল। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনসভায় যে আবেদন করেছিলেন, ২৯৪টি আসনে তাঁকে প্রার্থী মনে করে ভোটদানের কথা, মানুষ তাঁর সেই আবেদনে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন তা এই ফলাফলেই প্রমাণিত বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য।

পাশাপাশি বাম–কংগ্রেস জোট গঠনের অন্যতম কান্ডারী সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্র, যিনি নারায়ণগড়ের প্রার্থী পদে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হারলেন ১৩,৫০০ ভোটে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল এই জোটকে মানুষ মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিগত ২০১১ সালের জনগণের রায়কে বিভিন্ন তকমা লাগিয়ে বামপন্থীরা পুনরায় ক্ষমতা দখলের যে প্রয়াস চালান এবারের নির্বাচনে, তাও জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সূর্যকান্ত মিশ্রর পরাজয়ের প্রেক্ষিতে এহেন জন–প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরে নারদ কান্ডকে সামনে তুলে আনাকেও রাজ্যবাসী নিতান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবেই গণ্য করেছে। একারণে স্টিং অপারেশনে দেখানো মদন মিত্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্য চার মন্ত্রী ও বিধায়করা জনরায়ে জয়ী হলেন।

এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল সাহা সহ নতুন মুখ বৈশালী ডালমিয়া, ডঃ সুদীপ্ত রায়, সৌরভ চক্রবর্তী, প্রবীর ঘোষাল এবং দিনহাটার প্রার্থী ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে আসা উদয়ন গুহ। এদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রীত্ব পেতে পারেন বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরা। ২০১১–র নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে তৃণমূল পেয়েছিল ১৮৪ আসন। কিন্তু এবারে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তা দুশতাধিকে পৌঁছয়। এর কারণ হিসেবে পাঁচুগোপালবাবুর ব্যাখ্যা, 'মানুষ উন্নয়নের নিরিখে ভোট দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার উর্ধে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিরোধীদের বিভিন্ন কুরুচিকর ও আক্রমণাত্মক প্রচার মানুষ দেখেছে। এমনকি 'ডাকাতরানী'ও শুনতে হয়েছে তাঁকে। এসব মানুষ ভালভাবে নেয়নি। তাই রাজ্যের মানুষ নিঃশব্দে সমবেত হয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছে।' প্রসঙ্গত, রাজ্যের মানুষ যে কতখানি ভোট সম্পর্কে সচেতন, তা এবারের নির্বাচনে প্রমাণিত হল। কারণ এবারের নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনা। তাই তৃণমূল সহ অন্যান্য দলের যেসব প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন তা মানুষের ভোট সচেতনতারই ফলশ্রুতি, বলে বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা। কার্যত রাজ্যে বামেরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল এই ফলাফলে বলেও বিশ্লেষকদের অভিমত।

মহানগরে

প্রশ্নপত্রের আদলের আমূল বদল, উচ্চ মাধ্যমিকে ঢালাও নম্বর

বরুণ মণ্ডল

পরীক্ষা শেষের ৭৭ দিনের মাথায় গত ১৬ মে ২০১৬–র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেল। এবার পাশের হার গতবারের থেকে ১.২৭ শতাংশ বেড়ে ৮৩.৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সব ধরণের পরীক্ষার্থী একত্র করে এবছর সর্বমোট পরীক্ষার্থী ৭,৭৯,৪৫২ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে সর্বমোট ৬,৩৩,৯৩০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩,১৫,৯৮৩ জন আর ছাত্রী, ছাত্রদের থেকে ২,০০৪ জন বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৩,১৭,৯৪৭ জন। এবার মোট নিয়মিত (রেগুলার) পরীক্ষার্থী ছিল ৬,৯০,৭৬৮ জন। পাশের হার ৮৫.১১ শতাংশ। যা গতবারের থেকে ২.১৫ শতাংশ বেশি। ছাত্রী ২,৯০,১৩৭ জন। পাশের হার ৮২.২৬ শতাংশ। যা গতবারের থেকে মাত্র ০.৪৬ শতাংশ বেশি। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, গতবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রও ছাত্রীদের মধ্যে পাশের হারে অর্থাৎ ছিল ১.১৬ শতাংশ। এবার তা বেড়ে হয়েছে ২.৮৫ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিবছর ছাত্রদের পাশের হার যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ছাত্রীদের পাশের হার সেভাবে বাড়ছে না। কিন্তু প্রতিবছর ছাত্রী পরীক্ষার্থী হু হু করে বেড়ে চলেছে। এবারই নিয়মিতদের মধ্যে ছাত্র পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৪,৬৪৫ জন। সেখানে ছাত্রী পরীক্ষার্থী বেড়েছে ছাত্রদের পাঁচ গুণেরও অধিক। মোট ২৩,৫৫৭ জন। ছাত্রীরা পরীক্ষায় বসছে কিন্তু পাশ নম্বর টুকুও তুলতে পারছে না। এটা শিক্ষাবিদদের একটা ভাবনার বিষয়।

এবার কেবল নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'আউটস্ট্যান্ডিং' ক্যাটেগরিতে ('ও' গ্রেড : ৯০–১০০ নম্বর) রয়েছে ৩,৮২৯ জন ছাত্রছাত্রী। 'এক্সসেলেন্ট' ক্যাটেগরিতে ('এ+' গ্রেড : ৮০–৮৯ নম্বর) রয়েছে ৩৫,৮৬০ জন। 'ভেরিগুড' ক্যাটেগরিতে 'এ' গ্রেড : ৭০–৭৯ নম্বর) রয়েছে ৮২,২৪৪ জন। 'গুড' ক্যাটেগরিতে ('বি+' গ্রেড : ৬০–৬৯) রয়েছে ১,২০,৮০৭ জন। 'স্যাটিসফ্যাকটরি' ক্যাটেগরিতে ('বি' গ্রেড ৫০–৫৯ নম্বর) রয়েছে ১,৬৮,১২৪ জন। 'ফেয়ার' ক্যাটেগরিতে ('সি' গ্রেড : ৪০–৪৯ নম্বর) রয়েছে ১,৬৪,১৫৫ জন এবং 'পাসড' ক্যাটেগরিতে ('পি' গ্রেড : ৩০–৩৯ নম্বর) রয়েছে মাত্র ২,৮৩৯ জন পরীক্ষার্থী অর্থাৎ প্রথম বিভাগে পাস করেছে ২,৪২,৭৪০ জন। ছাত্র ১,২১,০০৩ জন আর ছাত্রী ১,২১,৭৩৭ জন। এই বিভাগে পাশের হার ৪২.০১ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এরাই উচ্চ শিক্ষায় যাওয়ার যোগ্য। এবং এটাই হওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই সাত ক্যাটেগরির মধ্যে 'এ+', 'এ', 'বি+', 'বি' গ্রেডে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক। এবার ৩০–৫৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ৩,৩৫,১১৮ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র ১,৬৬,৭১৮ জন আর ছাত্রী ১,৬৮,৪০০ জন। অতএব এবার ৫৯ শতাংশের কম নম্বর পেয়ে পাশ ৫৭.৯৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এবারের 'টপ টেন পজিশনে' রয়েছে ৫৬ জন পরীক্ষার্থী। এই ৫৬জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৪৬

জন আর ছাত্রী ১০ জন। এই টপ টেন পজিশনের জেলাওয়াড়ি ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় কোচবিহারের দু'জন পরীক্ষার্থী। জলপাইগুড়ির তিন জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেরও তিন জন। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই তিনজনের মধ্যে রাজ্যে নবম স্থানাধিকারী কলা বিভাগের ছাত্রী সংযুক্তা ঘোষ ও দশম স্থানাধিকারী আর্যমা সরকার দু'জনই বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। দু'জনই দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলতলা পার্কের ছাত্রী। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলা থেকে আট জন 'টপ টেন পজিশনে' স্থান পায়। বাকি চার জেলার পরীক্ষার্থীরা টপ টেন পজিশনে আসতে পারেনি। বীরভূম জেলার তিন জন এবং এই তিন জনের মধ্যে দুই জন রাজ্যের দশম স্থানাধিকারী সৌম্যদীপ মন্ডল ও সৌভিক ঘোষ দু'জনই বীরভূম জেলার বোলপুর হাই স্কুলের কৃতী ছাত্র। দু'জনের বাড়িও বোলপুরে। বাঁকুড়া জেলার তিনজন। এবং এই তিনজনের মধ্যে দু'জন রাজ্যের চতুর্থ স্থানাধিকারী দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও দশম স্থানাধিকারী সৌম্যকান্তি মন্ডল দু'জনই বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া জিলা স্কুলের (গভঃ) কৃতী ছাত্র। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক জন। বর্ধমান জেলার পাঁচ জন। আবার নদিয়া জেলার তিনজন। আর এই তিনজনের মধ্যে রাজ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী সৌম্যদীপ নন্দী, অষ্টম স্থানাধিকারী সোহম চক্রবর্তী ও দশম স্থানাধিকারী ঐশিক বৈদ্য তিনজনই নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের (গর্ভন) ছাত্র। 'টপ টেন পজিশনে'র জেলাওয়ারি ফলাফলে হুগলি জেলার স্থান এক নম্বরে। এই জেলার ১১ জন পরীক্ষার্থী 'টপ টেন পজিশনে' রয়েছে। যার মধ্যে আবার পাঁচ জন ছাত্রী। রাজ্যের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও দশম স্থানাধিকারী এই জেলার পরীক্ষার্থী। রাজ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী আগামী দিনের ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সাহা হুগলি জেলার আরামবাগ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। নীলাঞ্জনা পঞ্চম শ্রেণি থেকে এই স্কুলের ছাত্রী। ষষ্ঠ স্থানাধিকারী তহমিনা পারভিন হুগলির তারকেশ্বরের ক্ষুদ্ররামপুর হাই স্কুলের ছাত্রী। অষ্টম স্থানাধিকারী কৃষ্ণা মিশ্র হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর হাই স্কুলের ছাত্রী। নবম স্থানাধিকারী বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী সঙ্গীতা ঝা উত্তরপাড়া গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। অপর নবম স্থানাধিকারী সমন্বিতা ঘোষ হুগলির চন্দননগরের কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী। আবার কলা বিভাগের ছাত্রী নীলাঞ্জনা সাহা ও আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী সুমন নন্দী দু'জনই আরামবাগের রবীন্দ্র পল্লির দীর্ঘদিনের প্রতিবেশি। হাওড়া জেলা একজন। রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী মোহনা দাস হাওড়ার বাগনানের যুগ কল্যাণ হাই স্কুলের ছাত্রী।

উত্তর ২৪ পরগনার দু'জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনারও দু'জন। রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী কলা বিভাগের ছাত্রী আগামী দিনের ডব্লু বিসিএস অফিসার মোনালিসা হালদার এ জেলার ডায়মন্ড হারবার হাই স্কুলের ছাত্রী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিনজন, এর মধ্যে রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী সায়ন্তনী চক্রবর্তী এ মেদিনীপুর জেলার তিন জন, এর মধ্যে রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী সায়ন্তনী চক্রবর্তী এ জেলার পটাশপুরের টিকরাপাড়া অম্বিকাময়ী হাই স্কুলের ছাত্রী। সর্বশেষে টপ টেন পজিশনে কলকাতা মহানগরের পরীক্ষার্থী রয়েছে ন'জন। রাজ্যের প্রথম স্থানাধিকারী স্বাগতম হালদার দক্ষিণ কলকাতার অখ্যাত স্কুল পঞ্চসায়র শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র।

সে এই শিক্ষা নিকেতনে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়ছে। কলকাতার বাকি আটজন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাশীপুরের বিটি রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উত্তর কলকাতার বিধান সরণির স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল ও গড়িয়াহাটের বালিগঞ্জ প্লেসের সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র।

এবার আসা যাক, পরীক্ষার্থীরা ঢালাও নম্বর পাচ্ছে কিভাবে? কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের বক্তব্য, ঢালাও নম্বর পাওয়াতে পাঠ্যক্রম বদল মুখ্য বিষয় নয়, প্রশ্ন কাঠামো ও নম্বর বিভাজন এবং প্রশ্নপত্রের আদলের আমূল বদল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এখন কার্যকর করতে পারল না সেটা হল উত্তরপত্র মূল্যায়নে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং প্রজেক্ট পরীক্ষা পড়ুয়াদের কাছে নম্বর তোলার সুযোগ বহু বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর এজন্যই মেধা তালিকায় এতোদিনের বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের রাজত্বকে পিছনে ঢেলে দিয়ে নন–প্র্যাকটিক্যাল কলা ও বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়ারা স্থানলাভ করে রাজ্যবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৩৭ বছরের ইতিহাসে বেনজির। আগামী ২০১৭–র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ মার্চ বুধবার আর শেষ হবে ২৯ মার্চ বুধবার।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২১ মে – ২৭ মে, ২০১৬

মমতা ম্যাজিক!

ম্যাজিক–ই বটে। পন্ডিতমন্ন রাজনীতিক আর একদেশদর্শী 'পত্রিকা–চ্যানেল'–এর নানা কুরুচিকর ভাবনা ভবিষ্যৎবাণীকে ব্যর্থ করে বাংলায় বিষুৎবারের বারবেলায় বেজে উঠল বিজয় শঙ্খ তৃণমূলের। বলা ভালো বাংলার আদর্শবাদী সংগ্রামী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২১১ আসনেই তাঁর একক জয়ের হর্ষনিনাদ।

মানুষ বিশ্বাস করেছে, আস্থা রেখেছে তাঁর ওপর। ২০১১–র রেকর্ড ভেঙে বঙ্গরাজনীতিতে নতুন ইতিহাস গড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু বিশ্বস্ত সহকর্মীদের অবিশ্বস্ত কাজ তাঁকে ব্যথিত করেছে। অনেকে অনৈতিক কাজের দায়ভার, অভিযোগের আঙুল তাঁর দিকে তোলা হয়েছে, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সমস্ত আয়োজন নানা আঙ্গিকে, নানা স্তরে তৈরি করা হয়েছিল কূটকৌশলে। জয়পরাজয়ের অনেক মার্জিন কমেছে, প্রার্থী অপছন্দের ভোট (নোটা) পড়েছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সর্বাধিক। তবু দিনের শেষে বাংলার রায়ে জিতলেন তিনি। নানা উন্নয়নমূলক, সংস্কারমূলক কাজকর্ম তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে অবশ্যই। সরকারি কর্মীদের ডিএ না পাওয়ার ক্ষোভও তাঁকে নীরবে নিশ্চয়ই মর্মাহত করেছে তবু তিনি ঋণগ্রস্ত রাজ্যকে উন্নয়ন ও সুন্দরায়নের লক্ষে অবিচল থেকেছেন।

ফল প্রকাশের দু'দিনের মধ্যে মধ্যগগণের উত্তপ্ত সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে বাংলার মানুষকে মেঘ–বৃষ্টির শীতল ঝর্ণায় ভাসিয়েছে। তবু রাজনীতির আঙিনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নক্ষত্রের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। মানুষের প্রত্যাশা ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। ফল প্রকাশের পরের দিন মমতা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। তবু গোলাপের একটু কাঁটা রয়ে গেল। কিছু নব্য তৃণমূলী বুদ্ধিজীবী চিত্রকর কবি মমতাকে ঘিরে রেখেছিল। যাদের সম্পর্কে বহু কট্টর তৃণমূল সমর্থকের সন্দেহ রয়ে গিয়েছে দিদির প্রতি সততা ও আনুগত্যের ব্যাপারে।

নতুন বাংলা এগিয়ে চলুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মুড়ি–মুড়কির পার্থক্য বুঝে দায়িত্ব ও গুরুত্ব দেবেন। বহু অসমাপ্ত কাজ, বহু স্বপ্ন আগামী দিনে বাস্তবায়িত হবে। আগামী দিনে দিল্লির নির্ণায়ক শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠবেন এমন আশা, এমন ভরসা বহু সাধারণ মানুষ পোষণ করে থাকেন। শৌখিন রাজনীতিক, শৌখিন বুদ্ধিজীবী পরামর্শদাতারা নিশ্চয়ই মমতাকে তাঁর গতিপথ থেকে কক্ষচ্যুত করতে পারবে না। আলিপুর বার্তা পত্রিকার পরিবার বাংলার উন্নয়নের পক্ষে, বাংলার মানুষের সাথে ছিল–আছে–থাকবে। বাংলার কান্ডারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

অমৃত কথা

২৯. কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা ক'রো না–যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হ'তে পারে।

৩০. কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর। কুড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা অহমিকাভাব গঙ্গার জলে জন্মের মতো বিসর্জন দাও ও মহাবলে কাজে লাগিয়া যাও। বাকি প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহা বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে।

৩১. কার্যসিদ্ধর জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ–বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদূর করলে মিলিয়ে তুলনা ক'রে দেখা যাবে। ধৈর্য অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

৩২. কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের যশখ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা কোন কালে কোথাও দেখা যায় নাই।

৩৩. কি সের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?–শক্তির জোরে; এই বল–বীর্যই ধার্মিকতা, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান রাসির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন–ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই অভীঃ'। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই অভীঃ'–এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসে।

৩৪. 'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলে যাও,'–এই কথা বলেছিলেন বার্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারী রাজা ভর্তৃহরি–ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট ও মহান্ সন্ন্যাসী।

৩৫. কোন ধর্মকে ফলপ্রসূ করতে হ'লে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার; অথচ যাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩৬. জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর– দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।

ফেসবুক বার্তা

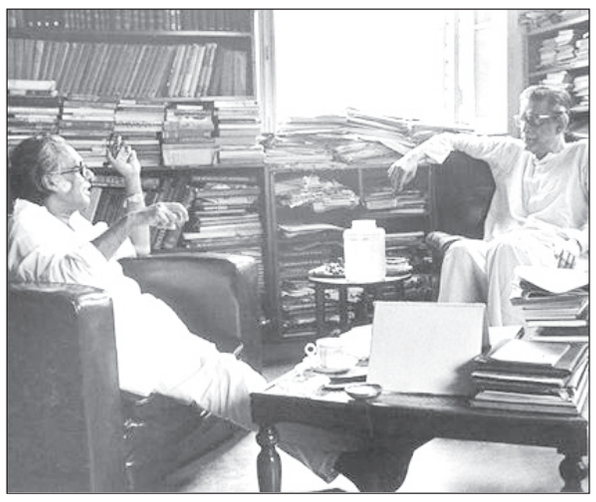

একই ফ্রেমে দুই কালজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন। ফেসবুকের অলিন্দে সম্প্রতি ভেসে উঠল এক নস্টালজিক দৃশ্য।

দুর্নীতিকে হারিয়ে জয় পেল উন্নয়ন

পার্থসারথি গুহ

দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ফের বাংলার তখতে ফিরলেন মা–মাটি–মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা হয়তো প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ ভোট পূর্ববর্তী এবং বুথ ফেরৎ সমীক্ষা বলে দিচ্ছিল মমতার কামব্যাক শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এত কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়েও কিভাবে একজন সরকার গড়তে পারে সেটা অবশ্যই একটা বড় প্রশ্ন। তাও মনে রাখা দরকার ভারতের মতো দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পাড় দুর্নীতিপরায়ণরাই ক্ষমতা দখল করে। এই তাকান না একটু পাশের রাজ্য বিহারের দিকে। নীতীশ কুমারের সঙ্গে জোট গড়ে যে লালুপ্রসাদ সর্বাধিক আসন পেয়েছেন সে রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে। ইতিমধ্যে কারাবাস পর্বও সেরে এসেছেন এই গোয়ালা নেতা। তাও ভোটের অঙ্কে বাজিমাৎ করেন তিনি। একইভাবে মুলায়ম সিং যাদব, মায়াবতী, ওমপ্রকাশ চৌতালা, জয়ললিতাদের মতো নেতানেত্রীরা হাজারো অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভোট ব্যবস্থার ফাঁক গলে তাঁরা ঠিক ক্ষমতাসীন হয়ে যান। এটাই হয়তো ভারতীয় গণতন্ত্রের ম্যাজিক। যেখানে সাধুরা ভ্যানিশ হয়ে যান, আর দুর্বৃত্তরা মহান হয়ে ওঠেন।

রাজনীতির এই জটিল অঙ্কটা সাধারণ মাথা তো বটেও অনেক আচ্ছা আচ্ছা পণ্ডিতও মালুম করতে পারেন না। এমবিএ পড়া বা পলিটিক্যাল সায়েন্সে ওস্তাদেরাও এই জায়গাটা ধরতে পারেন না। তাই পাড়ার চায়ের দোকান কিংবা ট্রেনে–বাসের আলোচনায় একদল মানুষ বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা করছিল (রীতিমতো বাজি ধরছিল মমতার দল ২০০ পাবে) একটা অত্যধিক সংখ্যা নিয়ে। তখন শিক্ষিত মাথায় মনে হয়েছিল এগুলি বুঝি অসাড় আলোচনা। ভেবেছিলাম এরা মমতার অন্ধ সমর্থক বলে এইসব আকাশকুসুম দাবি করছে। কারণ নারদ কেচ্ছার আবহে তখন বাংলার বাতাবরণ বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার কয়েকদিন পরেই সেই অভিশপ্ত ব্রিজ ভেঙে পড়ে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। এর সঙ্গে সারদা কেলেঙ্কারির বিষবাষ্প তো ছিলই।

তাই মনে হচ্ছিল তৃণমূল হয়তো সরকার গড়বে ঠিকই, কিন্তু বিরোধীদের সঙ্গে পার্থক্য হবে অনেকটাই কম। এমনকি এই কথাটাও মনে হচ্ছিল রাজ্যে আবার একটা পরিবর্তনের গল্প শোনা যাচ্ছিল। আপাতত নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর যাকে গল্পগাথা বলে মনে হচ্ছে। অনেকে তো মিডিয়ার এই সব সমীক্ষাকে গাঁজাখুড়ি বলে অভিহিত করছেন। যাই হোক এবার রাজ্যে যে তৃণমূল সরকার এইরকম ম্যানডেট নিয়ে আসতে পারে এই সম্ভাবনাটা উঠে এসেছিল কোনও কোনও সাংবাদিকের বিশ্লেষণধর্মী লেখনীতে। সেখানে তারা এবারের ভোট পরিস্থিতিকে ২০০১–এর নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

উল্লেখ্য ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে সবাই ধরে নিয়েছিল দীর্ঘদিনের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল সরকারে আসতে চলেছে। সেবার এই নির্বাচনের কিছুদিন আগে পুরনো মিত্র এনডিএ তথা বিজেপিকে ত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার ওপর এই নির্বাচনের মাত্র কিছুদিন আগেই দীর্ঘ ২৪ বছরের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বয়স জনিত কারণে সরে দাঁড়ান, স্থলাভিষিক্ত হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, সেবার মমতার মূল স্লোগান ছিল, 'হয় এবার নয় নেভার'। অর্থাৎ এসপার ওসপারের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বিরোধীদের পক্ষ থেকে। এই ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৎকালীন গণমাধ্যমও মমতার সরকার আসার সব রকম সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল তাদের দূরদৃষ্টিতে। বেশ মনে আছে ২০০১–এর নির্বাচনে সিপিএমের বিরুদ্ধে রিগিং–এর অভিযোগ তুললেও মমতা বলেছিলেন মানুষ ভোট দিতে পেরেছে, আশা করছি বাংলায় এবার পরিবর্তন আসবে। উৎসাহের বশে তিনি দু আঙুলে 'ভিকট্রি সিম্বল' পর্যন্ত দেখিয়ে ফেলেছিলেন।

অথচ ভোট গণনা যখন শুরু হল ২০০১ সালে দেখা গেল কোথায় তৃণমূল, আর কোথায় মমতা, সর্বত্র খালি সিপিএম আর বামফ্রন্টের জয়জয়কার। অনুরূপ পরিস্থিতির প্রকাশ ঘটল এবার, ২০১৬–র নির্বাচনে। আগে থেকে মিডিয়ার একটা বড় অংশের বিরুদ্ধ প্রচার এবং এ রাজ্যের দুই অন্যতম বিরোধী দল কংগ্রেস এবং সিপিএমের অভূতপূর্ব জোট গড়ে ওঠা সব কিছু যেন সেই ২০০১ সালকে মনে করাচ্ছিল। এখানেও মিডিয়ার ওই অংশের গ্যাস বেলুনে বেশ ফুলে উঠেছিল কং–বামের এই অভিনব জোট। এমনকি কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী এবং সিপিএমের ডাকাবুকো রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দাবি করেছিলেন রাজ্যে তারা দু'শতাধিক আসন দখল করতে চলেছে। এটা সম্পর্কে তখন একটা মিশ্রিত রসিকতা বাজারে চালু হয়েছিল। তাতে তৃণমূল এবং বিরোধীদের উভয় পক্ষকেই ২০০ করে আসন একেবারে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল রকবাজদের বিপ্লবী বাকচাতুরতায়। এই কিমাশ্চর্যম চর্চায় রাজ্যের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪০০তে। রসিকের পটভূমিকায় এই আসন বৃদ্ধিটা যেন একেবারেই নয়া প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছিল। দুপক্ষকেই খুশি রাখতে ওই '৪০০–র কুমীর ছানাকে' বারবার যেন বার করে দেখানো হচ্ছিল। বাস্তব পরিস্থিতিটা অনুভব করতে পারেনি অনেক বোদ্ধাই।

ঠান্ডা ঘরে বসে যারা মানুষের নাড়ি মাপছিলেন তাদের একেবারে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললেও মমতার এই বিশাল জয়। এর প্রধান কারণ হিসাবে গ্রামীন বাংলায় দিদির একের পর এক জনমুখী প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, খাদ্যসাথী প্রভৃতি উদ্যোগকে তুলে ধরা হচ্ছে। এর আবার অন্য দিকও রয়েছে। তার সারবত্তা হল যদি গ্রাম বাংলা মমতার ভোট যুদ্ধ জয়ের আঁতুরঘর হয় তবে তাহলে কলকাতার মতো মেগাসিটি থেকে কিভাবে ১১টি আসনেই জয়লাভ করে শাসকদল। তার মানে শহর বাংলাও একইভাবে দিদিমণির উন্নয়নমুখী কার্যকলাপকে সমর্থন করেছেন ভোটবাক্সে। বিশেষ করে এমন এক নির্বাচন এবার সংগঠিত হয়েছে যেখানে বিরোধী দলের কেউ অভিযোগ করতে পারবেন না কোনওরকম ধাপ্পাবাজি বা ভোট চুরি হয়েছে। এইরকম পরিচ্ছন্ন নির্বাচনেও যদি তৃণমূল এমন জনাদেশ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। উন্নয়নের রথে একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছে যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ। বোঝা গিয়েছে মানুষ তাদের সচেতনতার মাপকাঠি থেকে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন কোনওরকম প্রভাব ছাড়াই। জনতা জনার্দনের এই মতাদেশকে স্বীকৃতি দিতেই হবে সে আপনার পছন্দের দল জিতুক আর না জিতুক। এবার দেখতে হবে উন্নয়নের এই অশ্বমেধের ঘোড়া আগের মতোই টগবগ করে ছুটছে কিনা।

তাছাড়া মন্ত্রিসভা গড়ে তোলার নেপথ্যে কতটা কলুষতা মুক্ত সরকার তৈরি হচ্ছে সেদিকেও নজর থাকবে সকলের। যে সমর্থন মমতা পেয়েছেন তাতে দুর্নীতি মুক্ত সরকার গড়াই তার প্রধান অভিমুখ হতে পারে। যাকে কেন্দ্র করে রাজ্যবাসী সারা দেশের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে পারে। মমতার এই ম্যাজিকে আচ্ছন্ন শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী থেকে দেশের তাবড় তাবড় রাজনীতিবিদ সবাই তাকে কুর্নিশ করছেন। কথায় আছে যে জেতে সেই সিকন্দর। বাকিরা বান্দর না অন্য কিছু তার জবাব দেবে ভবিষ্যৎ। তবে মমতা সাইক্লোনে এরা যেরকম হতভম্ব হয়ে উঠেছেন তা থেকে কবে যে বেরতে পারবেন তা জানতে বোধহয় হস্তরেখাবিদের শরণাপন্ন হতে হবে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, মনুষ্য সমাজে শান্তির পারাবত, প্রফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ

নির্মল গোস্বামী

১৪ বছর পর তিনি পদার্পণ করলেন তাঁর পিতৃরাজ্যে। একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে চুপিসাড়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে যাত্রা করেছিলেন— নিরুদ্দেশের পথে। তবে লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন। যে জ্ঞান মানব মুক্তি প্রদায়িনী। তারপর কত পথ কত অরণ্য, কত নদী, উপনদী, গিরিকন্দর পার হয়ে এলেন রাজগৃহে (রাজগীর বর্তমানে)। মরণপণ তপস্যা। যন্ত্রণাক্লীষ্ঠ জীব। দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তির পথ চাই। পথ পেলেন। সাধারণে তা বিতরণ করলেন। যে জ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হয়েছেন সেই জ্ঞান তিনি বিতরণ করতে করতে আজ কপিলাবস্তুর রাজ উদ্যানে সমাগত রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। এই বাধা ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার প্রজারা ছুটে এসেছে রাজ উদ্যানে তাদের প্রিয় যুবরাজকে দেখতে। কিন্তু একি! কোথায় রাজবেশ? এতো দীন হতে দীনের পোশাক। গায়ে ভিক্ষুকদের চীবর। মস্তক মুন্ডিত, আয়ত দীঘল চোখ দুটিতে এক বরাভয় বার্তা যেন মুখে ঈষৎ হাস্য রেখা। রাজপুরীতে সাজ সাজ রব। অভ্যর্থনার রাজকীয় আয়োজন সারা। কিন্তু সিদ্ধার্থ প্রাসাদে প্রবেশ করবেন না বললেন। এই উদ্যান থেকেই প্রিয়তমা পত্নী ও আত্মজ রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে চান।

পত্নী যশোধরা রাজপুত্র রাহুলের হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে চলছেন প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে। শুনেছেন তিনি এখন আর রাজপুত্র নন, রাজাও নন এখন তিনি রাজার রাজা। তাই একবার ভগবান বুদ্ধকে দেখার খুব সাধ ছিল মনে মনে। বাগানের চারদিকে কৌতূহলী জনতার উৎসাহ আরও বেশি। সিদ্ধার্থ দেখলেন সেই ছোট রাহুল আজ যুবক হয়েছে। আর যশোধরা মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। একটা দ্বিধা জড়তা যেন মুহূর্তের জন্যে মনে এলো। যশোধরা নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ভগবান স্বামীর মুখের দিকে। সিদ্ধার্থ তাঁর ঝুলি থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের জন্য বরাদ্দকৃত পোশাক দুটি ''চীবর'' বের করে বললেন দেবী এখন থেকে তোমার ও কুমারের এই হবে সর্বক্ষণের পোশাক। এই দুটি পরে আমার সঙ্গে চল তোমাদের আশ্রয় ঠিক করা আছে। বিনা বাক্যে রাহুল ও যশোধরা চীবর মাথায় ঠেকাল। এই দৃশ্য দেখে জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল। বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধধন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বৃদ্ধবয়সে বাঁচার শেষ আশ্রয়স্থলটুকুও কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সন্ন্যাসী। ওর এত শক্তি যে রাজ পরাক্রমও হার মানতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে প্রণাম করতে চাইলেন, সিদ্ধার্থ তথাস্তু বলে রাজি হলেন। পিতার অনুরোধে একরাত মাত্র উদ্যানে কাটিয়ে পরদিন স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে সঙ্ঘে ফিরে চললেন। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলতে বলতে সারা কপিলাবস্তু তাঁদের পিছু পিছু চলল।

এই ঘটনা কমবেশি আমরা সকলেই জানি। যেটা জানা নেই তা হল বুদ্ধের শিক্ষা। আমাদের প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রথা চালু আছে যে, কোনও গৃহী যদি সন্ন্যাসী হতে চায় তবে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে তবেই গৃহত্যাগ করতে হয়। তা না হলে সন্ন্যাস অসিদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর ছিল। কারণ গোটা রাজ্যটা তাদের। আমরা দেখছি সন্ন্যাস নেওয়ার পর পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়। তবে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকেরই থাকে। এখানে বুদ্ধদেব স্ত্রী পুত্রকে ভিখারি সাজালেন। কেন কী প্রয়োজন ছিল। যদি স্ত্রী পুত্র রাজ পরিবারে বাকি জীবন অতিবাহিত করত তবে তাতে কি বুদ্ধের মহিমা ক্ষুন্ন হত? না তা হত না কারণ অবতার পুরুষ তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। আর একজন সন্ন্যাসীর স্ত্রী পুত্র কোথায় আছে কেমন ভাবে আছে সে সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামায় না। সে যুগেও নয় এ যুগেও নয়।

এইখানেই নিহিত আছে বুদ্ধের বড় মহিমা। বুদ্ধদেব একটা নতুন আদর্শ সমাজে আনলেন। যাগ, যজ্ঞ, পশুবলি, বৈদিক ক্রিয়া কর্মের বাইরে গিয়ে সহজ সরল জীবন দর্শন প্রচার করলেন। তিনি মানুষের সামনে অষ্টমার্গের নির্দেশ দিলেন। সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎব্যবহার ইত্যাদি। প্রতিটি আচরণের সঙ্গে সৎ কথাটা সংযোজিত আছে। যাই হোক এই ধর্মের প্রাবল্যে যখন ভারতবাসী ভেসে যাচ্ছে রাজা ফকির হচ্ছে নগরনটী আম্রপালী যার সঙ্গে রাত্রিযাপনের তৎকালীন রেট ছিল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সেই নটীও সব কিছু সংঘকে দান করে ভিখারি হচ্ছে। তখন নিশ্চয়ই তথাগতের মনে পড়ছে স্ত্রী পুত্রের কথা। যে আদর্শ গ্রহণ করার কথা তিনি মানুষকে বলছেন সেই আদর্শের অমৃত স্বাদ থেকে কেন তারা বঞ্চিত হবে? তাই তাদের রাজপ্রাসাদ থেকে সংঘে টেনে নিলেন। ছাপোষা সাংসারিক জীবন বন্ধনের জীবন, সংকীর্ণতার জীবন, স্বার্থপরতার জীবন, এখানে মুক্তি নেই জন্মমৃত্যুর চক্রের আবর্তনে বাঁধা। তাই ভোগ নয়, ত্যাগের আদর্শ অনেক বড় আদর্শ। সেই বড় আদর্শের সন্ধান মানুষের প্রথমেই নিজের লোকেদের দেওয়া উচিত। অনেক বড় আদর্শ। সেই বড় আদর্শের সন্ধান মানুষের প্রথমেই নিজের লোকেদের দেওয়া উচিত। বুদ্ধদেব তাই করলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সংঘ জীবন অনেক কষ্টের কৃচ্ছ্রসাধনের। কিন্তু এই জীবনেই মুক্তি তরান্বিত হয় মানুষের। তিনি আরও বড় মনের পরিচয় দিলেন। ''আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখাও'' এই আপ্ত বাক্যকে জীবনে মূর্ত করে তুললেন ভগবান তথাগত। মানুষ চোখের জল ফেললেন কিন্তু তা আনন্দের। তাই তো রাজা শুদ্ধধন কষ্ট পেলেন কিন্তু ছেলের মহান আদর্শের নিদর্শনকে অভিবাদন জানালেন প্রণাম করে।

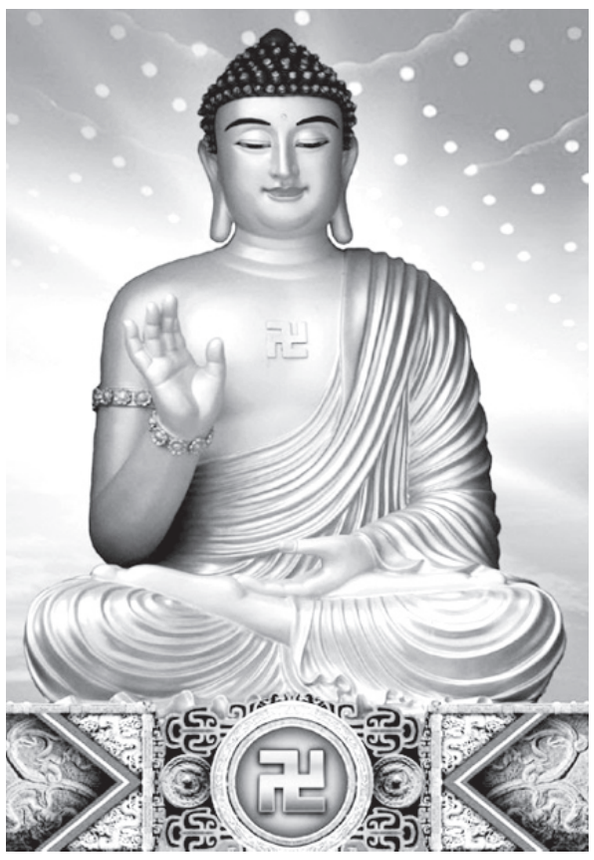

পত্নী যশোধরা রাজপুত্র রাহুলের হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে চলছেন প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে। শুনেছেন তিনি এখন আর রাজপুত্র নন, রাজাও নন এখন তিনি রাজার রাজা। তাই একবার ভগবান বুদ্ধকে দেখার খুব সাধ ছিল মনে মনে। সিদ্ধার্থ দেখলেন সেই ছোট রাহুল আজ যুবক হয়েছে। আর যশোধরার মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। একটা দ্বিধা জড়তা যেন মুহূর্তের জন্যে মনে এলো। যশোধরা নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ভগবান স্বামীর মুখের দিকে। সিদ্ধার্থ তাঁর ঝুলি থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের জন্য বরাদ্দকৃত পোশাক দুটি ''চীবর'' বের করে বললেন, 'দেবী এখন থেকে তোমার ও কুমারের এই হবে সর্বক্ষণের পোশাক। এই দুটি পরে আমার সঙ্গে চল তোমাদের আশ্রয় ঠিক করা আছে।'

বুদ্ধের ভারত ছিল গৌরবের ভারত। দীন থেকে রাজা মহারাজারা বুদ্ধের বাণীকে সম্বল করে ভারতে সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করে। জ্ঞান, বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রভূত উন্নতি হয়। শিল্প, সাহিত্যের স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয়। হিংসামুক্ত পৃথিবীর যে স্বপ্ন সব মহাপুরুষরা দেখে থাকেন সেই হিংসামুক্ত ভারতের ছবি আমরা পাই পরিবর্তিত অশোকের রাজত্বে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা ও তক্ষশীলা বৌদ্ধযুগের অবদান। সেই গৌরবের দিনের কেন অবসান হল তা গবেষণার বিষয়। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের লোপ হয় শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর। বুদ্ধদেব মানুষের কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কর্মেই মুক্তি। স্বর্গ থেকে ঈশ্বর এসে হাত ধরে নিয়ে যাবে না স্বর্গে। পরলোক ছেড়ে ইহজগতের সৎ ভাবনার জীবনচর্চাকে কেন্দ্র করেই ভারতের আধ্যাত্ম্য বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এক কালে। পরবর্তী যুগে মানুষ আবার অদৃষ্টবাদ ঈশ্বর নির্ভরশীল দর্শনের দিকে ঝোঁকে। আচার্য শঙ্করের যুক্তি তর্কের কাছে দাঁড়াতে পারে না বুদ্ধদর্শনের প্রবক্তারা। ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জগতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ব্রহ্মসত্য জগত মিথ্যা। মিথ্যার জগতে সদাসদ আচরণের মূল্যবোধ কমে গেল। আমরা হলাম অধপতিত। ধর্ম জীবন বাদ দিয়ে কর্ম জীবনেও আমরা সত্যকে অস্বীকার করি। নিজে করে উপদেশ দিই। আমাদের নেতারা জনতাকে বলে ত্যাগ কর নিজের ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠায় মেয়েকে ডাক্তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এই ভন্ডামি সর্বত্র। নিজের স্ত্রী ছেলেকে কেমন করে ভিখারি করল এই শিক্ষাটাকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলেই অনেক হয়। আসুন আমরা তার জন্মক্ষণে তাঁর বিশাল হৃদয়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি। সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

মা ও মেয়েকে পাচারের অভিযোগ সাধুর বিরুদ্ধে

কাকদ্বীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : মা ও মেয়েকে পাচারের অভিযোগ উঠল এক সাধুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে কাকদ্বীপের কামারের হাটের মাধবনগর এলাকায়। গৃহকর্তা শ্যামল বর জানান, দীর্ঘদিন আগে তার স্ত্রী ও মেয়ে স্থানীয় এক সাধুর কাছে দীক্ষা নেয়। এই সাধু বৃন্দাবন থেকে এসে এই এলাকায় একটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। এই সাধুর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার স্ত্রী দীক্ষা নেয় বলে তার দাবি। গত ১৫ দিন আগে তার স্ত্রী ও মেয়ে ওই সাধুর আশ্রমে যায়। তারপর থেকে তার স্ত্রী ও মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। একই সঙ্গে ওই সাধুরও আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। শ্যামলবাবুর অভিযোগ, ওই সাধু দীক্ষা দেওয়ার নাম করে তার স্ত্রী ও মেয়েকে পাচার করে দিয়েছে। এ বিষয়ে হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে কোনও অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে, শ্যামলবাবুর অভিযোগ। এরপর তিনি অভিযোগপত্রটি লিখে কুরিয়ারের মাধ্যমে হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা, এসপি সহ বিভিন্ন দফতরে পাঠান। তারপর থেকে শ্যামলবাবু তার স্ত্রী ও মেয়েকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শনিবার সকালে হঠাৎ তার মোবাইলে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে বলে শ্যামলবাবুর দাবি। শ্যামলবাবু জানান, ফোন করে তাকে জানানো হয় উত্তরপ্রদেশের বরানগরে তার মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর তিনি বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি বলে শ্যামলবাবুর অভিযোগ।

দুর্ঘটনায় মৃত ৫ জখম ১৭

বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ মে সকালে বাতাসপুর স্টেশনের আগে এক মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম মীনাক্ষি মোদি। বাড়ি একডালা গ্রামে। স্ত্রীকে সন্দেহের বশে কুড়াল দিয়ে কোপাল স্বামী রামপুরহাট ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। আহত শেফালি সিংহ রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বামী সেন্টু সিংহ রামপুরহাট থানায় আত্মসমর্পণ করে। মঙ্গলবার ১০ মে রাতের ঘটনা। ১৫ মে সন্ধ্যায় তারাপীঠে শিলাবৃষ্টি। খয়রাশোল ব্লকের গ্রামে বাজ পড়ে মৃত দুই জখম ১৬। ১৪ মে সিউড়ি স্টেশনে গাছ পড়ে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। তিন নম্বর লাইন সিয়ে ধীরগতিতে চলানো হয় ট্রেন। ৬ মে অগ্নিদগ্ধ হয় আলপনা দলুই (২১) হুসনাবাদ গ্রামে। বাপের বাড়ি রামকেন্দ্রপুর গ্রামে। ৯ মে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। ১৭ এপ্রিল কালীপুর গ্রামে পেটে রড ঢুকিয়ে দেয় মনকা কাহারের পেটে কাকার ছেলে। মা সিধু কাহার। ১০ মে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় মনকা। ছিতাসপুর গ্রামে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করলো রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের শিক্ষকরা। আক্ষুয়া গ্রামে ঝড়ে ক্ষতি হয়। ১১ মে সিউড়ি ঢোকার মুখে যানজট। তিন নম্বর লাইনে মালগাড়ি খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় বিনা প্ল্যাটফর্মে চার নম্বর লাইনে রবিবার ১৫ মে মল্লারপুরে স্টেশনের আপ অন্ডাল–রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার দেওয়ায় নিদারুণ সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। ৯ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত বীরভূমে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা যায় ৫ জন জখম হয়ে চিকিৎসাধীন ১৭ জন।

শতাব্দী এক্সপ্রেসের খাবারে ভাজা আরশোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২০৪২ ডাউন জলপাইগুড়ি–হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেসের সি–৩ কামরায় ব্রেকফাস্টের মধ্যে ভাজা আরশোলা থাকাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুর স্টেশন চত্বর। সি–৩ কামরার দু'নম্বর সিটে হাওড়া ফিরছিলেন বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত সমরেশ দে। মালদা ছাড়ার পর যাত্রীদের ব্রেকফাস্টের খাবারে কামড় বসানোর পর তাজা আরশোলা নজরে পড়ে। চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বেলা সাড়ে এগারোটার পর বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থামলে স্টেশন মাস্টারের ঘরে বিক্ষোভ দেখায় যাত্রীরা। রেলমন্ত্রীর ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেয়। একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। শনিবার ৭ মে'র ঘটনা।

অন্যদিকে, বিনা প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ানোয় দারুণ অসুবিধায় পড়ল যাত্রীরা। এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ অব্যাহত যাত্রীদের মধ্যে। রবিবার ৮ মে মল্লারপুর স্টেশনের ঘটনা। মল্লারপুর স্টেশনের তিন নম্বর লাইনে আপ দিকে মালগাড়ি ছিল। কিন্তু এক ও দুই নম্বর লাইন ফাঁকা ছিল। তা সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মহীন চার নম্বর লাইনে আপ অন্ডাল–রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার দাঁড়ানোয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা মালগাড়ির তলা দিয়ে, সামনে দিয়ে লাইন পারাপার করতে বাধ্য হন। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভের সুর শোনা যায় যাত্রী ও হকারদের গলায়। হাওড়া–জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসের ব্রেকফাস্টে ভাজা আরশোলা, আপ অন্ডাল–রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার মল্লারপুর স্টেশনে বিনা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোয় ক্ষোভ অব্যাহত রেলযাত্রীদের মধ্যে।

কাজের মেয়াদ বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন করে জুট মিলে অশান্তি। এবার হুগলির গ্যাঞ্জেস জুট মিল। সেখানে মিল কর্তৃপক্ষ সাত দিনের পরিবর্তে পাঁচ দিন কাজ চালু করায় বেঁকে বসেন মিলের কর্মীরা। তারা মিলে সপ্তাহে সাত দিনের বদলে পাঁচদিন কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেই মিলের কাজ বন্ধ করে দেন বলে জানা যায়। মিলের কর্মীদের অভিযোগ সপ্তাহে কাজের দিন কমিয়ে ধীরে ধীরে মিল বন্ধ করবার চক্রান্ত করছেন মিল কর্তৃপক্ষ। আমাদের এমনিতেও নুন আনতে পান্তা ফুরাবার জোগাড়, সেখানে কাজের দিন কমালে রোজগারও কমবে, তাহলে আমাদের চলবে কি করে? এই প্রশ্ন তোলেন মিলের কর্মচারিরা। আমরা তো পরিবার নিয়ে পথে বসব বলে জানান কয়েকজন মিলের কর্মী।

জমি দখল নিয়ে উত্তেজনা

বাপি লাল দে : গতকাল রাতে একটি ক্লাবের জমি দখলকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া জগাছার উনসানি গ্রামের ষষ্টিতলার সেভেন বুলেট ক্লাবে। গতকাল রাত সাড়ে নটার সময় ক্লাবের জনা ২২ থেকে ২৫ জন সদস্য ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। সেই সময় এলাকার হায়দার এবং লাল নামে দুইজন অপরাধী ক্লাবে এসে বাইরে থেকে ক্লাবের দরজা বন্ধ করার মুহূর্তে ক্লাবের এক সদস্য বাইরে বেড়িয়ে আসলে দুষ্কৃতীরা তার গলায় ভোজালি ধরে হুমকি দিতে থাকে। সেই সময় ক্লাবের সেই সদস্য চিৎকার শুরু করে দিলে ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা বাইরে বেরিয়ে আসলে অপরাধীরা তাকে মেরে দিয়ে দৌড় শুরু করলে ক্লাবের সদস্যরা তাদের অনুসরণ করে। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে অপরাধীরা প্রথমে শূন্যে গুলি চালায়। পরে সামনাসামনি ক্লাবের সদস্যদের লক্ষ করে গুলি চালালেও গুলিতে কেউ হতাহত হয়নি। প্রথমটায় ক্লাবের ছেলেরা একটু ভয় পেয়ে যাওয়ায় সুযোগ বুঝে ওই দুই অপরাধী পালিয়ে যায়। জগাছা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে অনেক পরে আসায় স্থানীয় মানুষজন এবং ক্লাবের সদস্যরা পুলিশকে আটকে রেখে অবিলম্বে অপরাধীদের খুঁজে বের করবার দাবি করে বলে জানা যায়। এলাকা শান্ত রাখার জন্য পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

বাজি কারখানায় আগুন, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদতাতা, ডায়মন্ডহারবার : শব্দবাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। ঘটনায় জখম বাবা–মা। মৃত অভিনন্দন মন্ডল (২০) ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর হাজিপুরে। যে বাড়িতে বাজি তৈরি হচ্ছিল বিস্ফোরণের জেরে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়েছে বাড়ির একটা অংশ। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্ফোরণের পর এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুরসভার ভেতর জনবহুল এলাকায় কিভাবে দিনের পর দিন এভাবে নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার আতঙ্কিত বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। দমকলের পক্ষ থেকে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জাদা যায়, উত্তর হাজিপুরের একাধিক বাড়িতে শব্দবাজি তৈরি হয়। পরিবারের সদস্যরা মিলে এই বাজি তৈরি করে। এলাকার রক্ষাকালী পুজো ও নির্বাচনের জন্য বাবলু মন্ডলের বাড়িতে রমরমিয়ে চলছিল শব্দবাজি তৈরি। বাবলুর স্ত্রী বীণা ও একমাত্র ছেলে অভিনন্দনও বাজি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিল। সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎ করে

ঘরের মধ্যে বাজির মশলা থেকে আগুন লেগে যায়। পরে মজুত বাজিতে বিস্ফোরণ ঘটে। পাশাপাশি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বাড়িটি। বিকট আওয়াজ শুনে প্রতিবেশিরা বেরিয়ে আসেন। জনবসতি এলাকা হওয়ায় আতঙ্কে প্রচুর মানুষ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন।

এরপর বাড়ির মধ্যে দগ্ধ অভিনন্দন, বাবলু ও বাণীকে বাইরে বের করার চেষ্টা করতে থাকেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। দগ্ধ অভিনন্দনকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে ভর্তির ঘন্টা খানেক পর মৃত্যু হয় তার। হাসপাতাল ভর্তি বাবলু। চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাণীকে। বাবলুর পাশের বাড়িতে থাকেন ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক কামার।

বিস্ফোরণের পর অশোকবাবু বলেন, 'হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনে বাড়ির বাইরে এসে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা রীতিমত আতঙ্কে ভুগছি। জনবসতি এলাকায় বাজি তৈরি বন্ধ করতে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।' অন্যদিকে কলেজ ছাত্র অভিনন্দনের মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে মুষড়ে পড়েছে ফকিরচাঁদ কলেজের সহপাঠীরা।

তৃণমূলের জয় জয়কার

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বঙ্কিম সরদার কলেজে, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ২০১৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হল। আর ভোটের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হল। আর ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার বিধানসভাগুলিতে তৃণমূলের জয় জয় কার। এই তিনটি মহকুমা ১৪টি বিধানসভা আসনে ১৪টি জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। ক্যানিং মহকুমায় ১২৭ গোসাবা (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ন্ত নস্কর ৯০,৭১৬, আরএসপি–র উত্তমকুমার সাহা ৭১,০৪৫, বিজেপি–র সঞ্জয় কুমার নায়েক ১১,৫০৪ ভোট পায়।

তবে এই কেন্দ্রে ভোট নষ্ট হয়েছে ৪২৩টি নোটা ভোট পড়েছে ও ১০৯টি ভোট। ১২৮ বাসন্তী (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর ৯০,৫২২ আরএসপি সুভাষ নস্কর ৭৩,৯১৫, বিজেপি পঙ্কজ রায় ১০,৩৭৩টি ভোট পায়। এই কেন্দ্রে ভোট নষ্ট হয়েছে ১২৫টি এবং নোটা ভোট পড়েছে ৪,৪৮৭ ভোট। বাসন্তী কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রার্থী সুভাষ নস্কর এই কেন্দ্র থেকে ৭ বার বিধায়ক ছিলেন। এমনকি তিনি রাজ্যের প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী ছিলেন। এবারে তৃণমূলের প্রার্থী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর ১৬,৬০৭ ভোটে জয়ী হয়ে বাম–কংগ্রেসের জোট প্রার্থী সুভাষ নস্করকে হারিয়ে নজির গড়লো।

বামফ্রন্টের ৩৯ বছরের লালদুর্গ হিসাবে পরিচিত ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র। এবারে এই লাল দুর্গে ভাঙন লাগিয়ে প্রথম ঘাসফুল ফুটল। ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সওকাত মোল্লা ১,১৫,২৬৫, সিপিএমের আজিজুল রহমান ৬০,২৩০, বিজেপি সুদর্শন গোস্বামী ১২,২৩৩ ভোট পায়। এই কেন্দ্রে ভোট নষ্ট হয়েছে ৭০টি এবং নোটা ভোট পড়েছে ৩,১৯৩টি। ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (এমসি) বিধানসভা কেন্দ্রে পুনরায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামল মন্ডল। এই তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মন্ডল ৯৩,৪৯৪, কংগ্রেসের অর্ণব রায় ৭৪,৭৭২ বিজেপি মনোজিৎ মন্ডল ১২,৬৬দটি ভোট পায়। ভোট নষ্ট হয়েছে ১৬৩টি এবং নোটা ভোট পড়েছে ২,৪৬১টি। কাকদ্বীপ মহকুমায় এবার তৃণমূলের জয়জয়কার।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে ত্রয়ী বীরভূমী কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিকের পর এবার ২০১৬ উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে বীরভূমের তিন ছাত্র। ১৬ মে সোমবার প্রকাশিত হয় ফলাফল। সপ্তম স্থান পায় বীরভূমি জেলা স্কুলের ছাত্র সুহিত কর। প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৬। বাংলা ৯৬, ইংরেজি ৯৬, জীববিদ্যা ৯৯, পদার্থবিদ্যা ৯৮, রসায়ন ৯৭, গণিত ৯০। ১৮৫১ সালে স্থাপিত বীরভূম জেলা স্কুল। ১৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৩ জন উত্তীর্ণ হয় বীরভূম জেলা স্কুল থেকে। উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্মভাবে দশম হয় বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সৌভিক ঘোষ ও সৌম্যদীপ মন্ডল। দু'জনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩। ১১৩ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় ১১৮ জন। পরীক্ষার্থীর মধ্যে সিউড়ী চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে। সর্বোচ্চ সুদীপ্ত বল ৪৬২। সুহিত ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাই। ১৬ মে বিকালে সুহিতের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। সৌভিক, সুহিত, সৌম্যদীপের স্থানাধিকারের খবরে বাঁধনছাড়া উল্লাসে ভাসছে বীরভূম। সুহিতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকার অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও। তার বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বুঝে ছিলেন যে সুহিত ভালো ফল করবে বলেন সিউড়ী চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক পবিত্র দাসবক্সী। ২০০০ সালের পর দীর্ঘ ১৬ বছর পর সফলতা পেল বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ২৪৩ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ২০৩ জন। সৌভিক ঘোষ ও সৌম্যদীপ মন্ডল ৪৮৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম হয়। সৌভিকের বাবা রঘুনাথ ঘোষ বর্ধমানের একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মরত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মা শর্মিষ্ঠা ঘোষ গৃহবধূ। সৌম্যদীপের বাবা সমীরকুমার মণ্ডল বোলপুর আদালতে কর্মরত রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল। আদিবাড়ি কাটোয়ার নারায়ণপুর গ্রামে। থাকে বোলপুরের কাছারিপট্টি এলাকায়। মা নমিতা মন্ডল গৃহবধূ।

১৬ মে সৌভিক ও সৌম্যদীপের বাড়িতে গিয়ে সম্বর্ধনা দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। বীরভূমে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে এণাক্ষী বিশ্বাস, অমৃতা দত্ত এবং শ্রেয়সী সরকার। রামপুরহাট গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী এণাক্ষী ৪৭৫ নম্বর পেয়েছে। রসায়ন নিয়ে ডক্টরেট করে শিক্ষকতা করতে চায়। বিশ্বভারতী ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ফর্ম তুলেছে। ৩৬৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩১৮ জন ছাত্রী পাশ করেছে। এণাক্ষীর বাবা গৌতমকুমার বিশ্বাস স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান। মা শম্পা বিশ্বাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষিকা। ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৭৪ নম্বর পেয়ে যুগ্ম নবম হয়েছিল এণাক্ষী বিশ্বাস। শ্রেয়সী সরকার সিউড়ি আরটি হাইস্কুলের ছাত্রী। ২১৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১২ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। মা জয়শ্রী সরকার। বাবা আদ্যনাথ সরকার সহকারি স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। সিউড়ি লালদিঘিপাড়ায় বাড়ি। শ্রেয়সীর প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৫। জিওগ্রাফিক্যাল ইনফর্মেশন নিয়ে পড়তে চায়। বোলপুর টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অ্যাকাডেমির ছাত্রী অমৃতা দত্ত ৪৭৫ নম্বর পেয়েছে। বাবা দীপনারায়ণ দত্ত রজতপুর ইন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক। মা যমুনা দত্ত গৃহবধূ। বোলপুর কলেজপল্লির বাসিন্দা অমৃতা। ২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করে ২৭ জন। চিকিৎসক হতে চায় অমৃতা। ১৩ তম স্থান অধিকার করেছে বোলপুরের উদ্দীপন ঘোষ, সৌভিক, সৌম্যদীপ ও উদ্দীপনকে সম্বর্ধনা দেয় এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় প্রথম দশে বীরভূমের তিন কৃতী ছাত্র থাকায় সকলেই আনন্দিত। সাঁইথিয়া বিদ্যালয় থেকে এবার প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল খেজুরবান্দি গ্রামের চার আদিবাসী ছাত্র।

বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা জয় করে দৃষ্টান্ত গড়ল চিনপাই পঞ্চায়েতের ছাত্রী প্রিয়া ঘোষ। প্রতিবেশী ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে থেকে সাহায্য পেয়েছিল। সরকারের তরফে ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর করে দেওয়া হয়। আগামীদিনে শিক্ষিকা হতে চাই। মাধ্যমিকে চার বিষয়ে লেটার সহ ৫৬৪ নম্বর পেয়েছিল। ২০১৬ উচ্চমাধ্যমিকে প্রিয়া পেয়েছে ৪৪৭। যা চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর। ১৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে। মা অসিতা ঘোষ দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে ক্যান্সার আক্রান্ত। ছোটবেলায় মারা যায় বাবা। প্রিয়ার পাশাপাশি দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধকতা জয় করে নায়ক চিনপাইয়ে পাশের গ্রাম আদুরিয়ার সুমিত ঘোষ। সিউড়ী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ থেকে ৩২১ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সুমিত। একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় দুইচোখে অন্ধত্ব নেমে আসে। প্রিয়া ও সুমিতের উচ্চমাধ্যমিকের সাফল্যে বাঁধনছাড়া উল্লাসে ভাসছে চিনপাই গ্রামে। আগামী দিনের সাফল্য কামনা করি।

পরীক্ষার ফলাফল

আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাংবাদিকতার কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান বাবা। তাই নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় চন্দননগরের নামকরা কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ইংরাজি বিভাগ) বিদ্যালয় থেকে ৪টি বিষয়ে লেটার পেয়ে কলাবিভাগে প্রথম ডিভিশনে পাশ করেছে। সে ৩৮০ নম্বর পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। ভদ্রেশ্বর শিবতলা লেনের বাসিন্দা সৌরভ সুর। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করা। এদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর সময় নষ্ট না করেই আই টি আই পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুতি শুরু করেছে সৌরভ। ভালো ফল ও নিজের ইচ্ছা থাকলেও প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক প্রতিকূলতা। তবে আর্থিক সমস্যার জন্য ভাল ফল করেও কিছুটা হতাশ সৌরভ।

তবু হাল না ছেড়েই পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে সে। পারিবারিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও সৌরভের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্তনম্বর বাংলায় ৯৩, ইংরেজি ৭০, এডুকেশন ৭০, ভূগোল ৮০, দর্শন ৭৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৮০।

সে একাধিক বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়েছে। বিদ্যালয়ের সহপ্রধান শিক্ষক শেখ ইসলাম মন্ডল রীতিমতো গর্বিত। তার এই সাফল্য এলাকার মানুষজনকে অবাক করে দিয়েছে। সকলেই এখন বাহবা দিচ্ছেন পাড়ার একরত্তি মেধাবী ছেলেটিকে। সে প্রথম শ্রেণি থেকেই এই স্কুলেই পড়ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও ভালভাবে লেটার নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। বাবা মলয় সুর আলিপুর বার্তা পত্রিকার সাংবাদিক। মা অঞ্জু দেবী গৃহবধূ। তার বাঁধাধরা পড়ার কোনও নিয়ম ছিল না ইতিমধ্যেই সে স্কুল ন্যাশানাল ক্রিকেট খেলেছে। ভারতীয় দলের স্টাইলিস্ট ও মারকুটে ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি তার প্রিয় খেলোয়াড়। খেলাধূলায় প্রচণ্ড ঝোঁক সৌরভের।

পা দিয়ে লিখেই বৈতরণী পার জগন্নাথের

অভীক মিত্র : বাবা নেই, দাদা দিনমজুর, মা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। দু হাত নেই পর্যন্ত। কিন্তু সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে শুধুমাত্র পা দিয়েই লিখে ২০১৬ উচ্চমাধ্যমিকের বৈতরণী পার সিউড়ির হাটজনবাজারের জগন্নাথ মাহারা। বীরভূম জেলা স্কুলের ছাত্র জগন্নাথ। বাধা পেরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ২৪৩। বাংলা ৫০, ইংরেজি ৪৭, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৫২, ইতিহাস ৫০, সংস্কৃত ৪৪। কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। কলেজে পড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে সমাজের সকলস্তরের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা খুবই সাহায্য করেছিল। এবছর ১৩৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৩ জন উত্তীর্ণ হয় জেলা স্কুল থেকে। প্রধানশিক্ষক অশোককুমার সাহা বলেন, ''প্রথম শ্রেণি থেকে জেলা স্কুলে পড়ছে জগন্নাথ। শুধুমাত্র পা দিয়ে লিখেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ এক অভাবনীয় ব্যাপার।'' প্রধানশিক্ষক মহাশয়ও চান সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজন সাহায্যের হাত বাড়িতে দিক জগন্নাথের দিকে। জগন্নাথের ভবিষ্যত পথের দিশারী হতে চাই আমরাও। আমরা চাই জগন্নাথ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক।

'বাধার' পাঁচিল 'টপকে' জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় 'সফল' ওরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাধা বিপত্তির পাঁচিল ডিঙিয়ে জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় সফল ওরাও। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার বাধা অনটন, দারিদ্র। নানুরে টিকেএম বালিকা বিদ্যালয়ের সুদীপ্তা বেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৮। অঙ্ক ৯৮, শারীরশিক্ষা ১০০, ইংরেজি ৯০। বাবা জয়দেব বেজ নানুর বাস স্ট্যান্ডে সেলুন চালান। মা সুলেখা বেজ মেয়েদের রূপচর্চা করে। ভবিষ্যতে সুদীপ্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে বাধা অনটন, দারিদ্রতা। বাবার কফিনবন্দি দেহ উঠানে শায়িত রেখে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল মুরারই মিত্রপুর হাইস্কুলের শবনম খাতুন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৩৭৮। বাবা সামসুদ্দিন খান পাঞ্জাব বিএসএফ ১০৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ান জওয়ান ছিলেন। বাবার মতো ভালোমানুষ হতে চায় শবনম। ২০০০ সালে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল একটি গ্রাম। পাশের কুমড্ডা গ্রামে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল গ্রামবাসীরা। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আদিবাসী গ্রাম মেটেলডাঙা। এবার ২০১৬ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে মেটেলডাঙা গ্রামের খুকুমণি টুডু, সরস্বতী মার্ডি, মঙ্গল মার্ডি, সুমি মার্ডি এবং সাহেব মার্ডি। খুকুমণি, সরস্বতী, সুমি ২০১৪ সালে অনুত্তীর্ণ হয়ে পড়া ছেড়ে দেয়। এনজিও মূলস্রোতে আবার তাদের ফিরিয়ে আনে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) গ্রামটি অধিগ্রহণ করে। মেটেলডাঙার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের দায়িত্ব নেবে জেলা পরিষদ। শিসালফার্ম উচ্চ বিদ্যালয়ের সুখেন্দু মুর্মু সর্বোচ্চ ৫০৫ নম্বর পায়। ২৩ জুলাই ২০১৫ ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুশোক চাপা রেখে অভাবকে সঙ্গী করে কড়কড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের আগমনী ঘোষ ৬৩৭ নম্বর পেয়েছে মাধ্যমিকে।

অধ্যাপিকা হতে চায় পম্পা

মলয় সুর, চুঁচুড়া : শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিবন্ধকাকে জয় করা নয়, বলা ভাল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া। মনের অদম্য জেদের কাছে কোনও সংকটই যে কিছুই নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছে হুগলির চুঁচুড়া ফার্ম সাইড রোডের ৩ নম্বর লেনের বাসিন্দা পম্পা সিনহা মহাপাত্র। এবার রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্ভাব্য সপ্তম হয়েছে। সে পেয়েছে ৬৭৭ নম্বর তার বাবা অরুণ সিনহা মহাপাত্র খন্যান ইটাচুনা কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। গত বছর জুলাই মাসে ক্যানসারে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবা আকস্মিক ভাবে মারা যাওয়ায় প্রিটেস্ট পরীক্ষা ঠিকমতো দিতে পারেনি পম্পা। কিন্তু তারপরে নিজেকে ধীরে ধীরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছে। বাবার এই হঠাৎ মৃত্যু পম্পাকে বিচলিত করে তোলে। সে চুঁচুড়ার বাণীমন্দিরের ছাত্রী। প্রথম শ্রেণি থেকেই এই স্কুলে পড়াশোনা করে আসছে। এই স্কুলে সায়েন্স নিয়ে পড়বে। তারা দুই বোন। বড় দিদি রিম্পা একই স্কুল থেকেই এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পম্পার মা মমতাদেবী জানান বাবা মা থাকলেও নিজের পড়া নিয়ে মেয়ে খুব সচেতন ছিল। মেয়ের ভালো ফলের জন্য তার গৃহশিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জ্যোতি বিশ্বাস জানান, এবারে আমাদের স্কুলে মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় দু'জন ছাত্রী পঞ্চম ও সপ্তম স্থান অধিকার করে।

তারা স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করায় আমরা খুব খুশি। এতে রাজ্যের মধ্যে আমাদের স্কুলের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৫, ইংরাজিতে ৯৪, অঙ্কে ১০০, জীবনবিজ্ঞান ৯৭, ভৌতবিজ্ঞান ৯৮, ভূগোল ৯৭, ইতিহাস ৯৬। পম্পা টেস্ট পরীক্ষায় ৬১১ নম্বর পায়। তার ৫ জন গৃহশিক্ষক ছিল। তার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না, তবে পরীক্ষার সময় সে প্রতিদিন পড়েছে ৭ ঘন্টা। ভবিষ্যতে সে অধ্যাপিকা হতে চায়। তাদের আদি বাড়ি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া পারশোলা গ্রামে। ইতিমধ্যেই বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। সে টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালবাসে। বিশেষ করে আইপিএল–এ কলকাতা নাইট রাইডার্স ও বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স –কে খুবই পছন্দ করে।

কৃতী ছাত্রী শ্বেতা সাফল্যের শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : অভাবকে জয় করে জেলাশাসক হওয়ার সাফল্যে পৌঁছাল শ্বেতা আগরওয়াল (২৯)। সে প্রাথমিক পাঠের জন্য ভর্তি হয় চন্দননগর সেন্ট জোশেফ কনভেন্ট স্কুলে। সেখানে শ্বেতা ৯৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেন। এরপর ব্যান্ডেল অক্সজিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল থেকে ৯৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। শ্বেতার বাড়ি ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গেটবাজার এলাকায়। তার বাবা সন্তোষ আগরওয়াল–এর ব্যবসায় একসময় খুবই মন্দা চলছিল। পরবর্তী পর্যায়ে হার্ডওয়ার ব্যবসা শুরু করলে নিজে সম্পূর্ণরূপে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হন। শ্বেতার ঠাকুরদাদা সত্যনারায়ণ আগরওয়াল। মা প্রেমা আগরওয়াল শ্বেতার প্রেরণা ও উৎসাহের সঙ্গী।

এরপর তিনি কলকাতায় সেন্ট জোসেফ কলেজে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ২০১৩ সালে ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস পরীক্ষাতে র‍্যাঙ্ক হয় ৪৯৭। এরপর দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষা দেয়। আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য মুম্বই কেজি ফেসিয়া কলেজ থেকে এমবি পরীক্ষায় তিনি অতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে শ্বেতা হায়দ্রাবাদ শহরে ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস ট্রেনিং করছেন (আইপিএস)। ২০১৪–১৫ সালে আইপিএস পরীক্ষায় ১০৭৮ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। এতে ১৯ জনের মধ্যে তাঁর নাম থাকে। জেলাশাসক হওয়ার দৌড়ে জোরদার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আগরওয়াল পরিবারের সবার কাছেই শ্বেতা এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব পাঠাগারে

নিজস্ব সংবাদদাতা: শতবর্ষে বছরে পদার্পন করল হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার শিশির বাণী পাঠাগার। এলাকার বইপ্রেমী মানুষের উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাসিন্দা শিশির কুমারের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে গুপ্তিপাড়া সাধারণ পাঠাগার নামে এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় স্থানীয় শিবমন্দিরের ছো– একটি ঘরে পাঠাগারটির পথ চলা শুরু হয়। মাত্র ৩০/৪০ টি প্রাচীন পুঁথি ও পাঁচ শতাধিক বই নিয়ে গঠিত হয় এই পাঠাগারটি। সূচনালগ্নে পাঠাগারটি ছিল একতলা। পরবর্তীকালে পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, রথমেলা, স্নান মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের দল নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে রাজা ঋষিকেশ লাহা এষ্টেটের প্রদত্ত একখন্ড ভূমিতে ১৯২২ সালে পাঠাগারের নিজস্ব ঘরের পত্তন হয়। সেই সময় পাঠাগারটির ভিত্তি স্থাপন করেন শিশির কুমারের কলেজ জীবনের সতীর্থ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ। ১৯৩৩ খ্রীঃ শিশির কুমারের প্রয়াণের পর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'শিশির বাণী মন্দির পাঠাগার'

নামকরণ করা হয়। পরবর্ত্তীকালে বিপ্লবী বারীন ঘোষ সহ একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য এই পাঠাগার।

১৯৮০ সালে এই পাঠাগারটি পঃ বঃ সরকার গ্রাম্য পাঠাগারে পরিণত করায় পাঠাগারটি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। পরে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পাঠাগারটি দ্বিতল ভবনে উন্নীত হয়। বর্তমানে এই পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ ও সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,২০০। রয়েছে ১টি কম্পিউটার। গত তিন বছর ধরে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে এই পাঠাগারে। এর পাশাপাশি পাঠাগারের দুস্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথিগুলি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সংরক্ষণের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শতবর্ষে পদার্পণ করেও নানা সমস্যায় জর্জরিত এই পাঠাগারটি। পাঠাগার সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থাগারিক গণেশ কুমার রুদ্র অবসর নেন। বর্তমানে সহ–গ্রন্থাগারিক অশ্বিনী জ্বর গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করেন। তিনিও ২০১৭ সালে অবসর নেবেন। পাঠাগারটিতে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব থাকার পাশাপাশি পাঠকের সংখ্যাও পড়তির দিকে। পাঠাগার পরিচালন সমিতির বক্তব্য বর্তমানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের ছেলে– মেয়েদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। তবে চাকরির প্রতিযোগিতামুলক বই, পাঠ্যবইয়ের রেফারেন্স বই, পড়ার জন্য পার্শ্ববর্তী স্কুলের ছেলে–মেয়েরা এখনও এই পাটাগারে এসে ভিড় করে।

বিকল্প স্বাস্থ্য পানীয়ের নাম নিরা

রিম্পি ঘোষ

ডায়াবেটিকদের জন্য সুখবর নিয়ে এল ''নিরা''। ''নিরা'' নারকেলের রস থেকে তৈরি এক প্রকারের মিষ্টিজাতীয় রস। এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত ধারণা ছিল ডায়াবেটিকদের জন্য মিষ্টি খাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ''নিরা''এই ধারণা ভূল বলে প্রমাণ করেছে। হুগলি জেলার বলাগড়ে আয়োজিত নারকেল থেকে তৈরি ''নিরা'' নিয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাঝি, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের ডিরেক্টর পীযূষ প্রামাণিক, নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের উপ–অধিকর্তা খোকন দেবনাথ, আইসিএআর সেন্ট্রাল প্ল্যান্টেশন ক্রপ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট–এর ডঃ চৌরাপ্পা, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অসিত কুমার চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক দীপক কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ প্রণব হাজরা প্রমুখ। অধ্যাপক দীপক কুমার ঘোষ জানান, জাতীয় অর্থনীতিতে নারকেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষে প্রায় ১৮.৯৫ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমিতে এর চাষ হয়।

নারকেল চাষে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। এই রাজ্যে এতদিন পর্যন্ত নারকেলের জল পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ''নিরা''। নারকেল গাছের অপরিণত ফুল থেকে বের হওয়া মিষ্টি স্বাদযুক্ত হালকা ক্রিম রঙের আনফারমেন্টেড রসই ''নিরা'' বলে পরিচিত। ঠান্ডা অবস্থায় এই রস সংগ্রহ করার

পর ছেঁকে ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে যাতে গেঁজে না যায়। এটি একটি সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর পানীয় যাতে ১০০ মিলিলিটারে সুগার থাকে ১৫–১৮ গ্রাম। এই ''নিরা'' প্রতিদিন পান করলে শরীরে জন্ডিস রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মায়। এর পাশাপাশি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এতে খুব কম পরিমাণে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (৩৫%) থাকে যা রক্তের মধ্যে কতটা শর্করা থাকে তা জানতে সাহায্য করে।

গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত চিনির মধ্যে ডায়াবেটিক রুগীদের জন্য ক্ষতিকারক ফ্রুক্টোজ থাকে না। তাই ''নিরা'' ও এর থেকে তৈরি মিষ্টি সুগারের রুগীদের সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই ''নিরা'' শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্যও খুব উপকারী। নারকেল ফুলে নারী ফুলের দন্ড রস বের করার উপযুক্ত হলে সেই দন্ডটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে ফুলটা ফেটে না যায়। এরপর সারাদিনে তিন–চারবার ধীরে ধীরে ভারি কিছু দিয়ে মালিশ করা দরকার। ৪–৫ দিন পরে ফুলের দন্ডের মাথাটা কেটে দিলে ওই কাটা অংশ থেকে ৭–১০ দিনের মধ্যেই রস বের হতে শুরু করবে। মনে রাখার মত বিষয় এই রস যেন বাতাসের সংস্পর্শে এসে গেঁজে না যায়। একটি নারকেল গাছ থেকে সারা বছরে কম করে প্রায় ২০০–২৫০ লিটার ''নিরা'' বের করা সম্ভব। হুগলি জেলার বলাগড়ের চাষি দেবব্রত ঘোষ জানান, তাঁর বাগানে এই নারকেল গাছ থেকে ''নিরা'' তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বলাগড়েই তাঁর এখানে এই প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি বাক্সে প্রায় ৮০০ গ্রাম থেকে ১ লিটার পর্যন্ত ''নিরা'' ধরে।

হুগলির রাজহাটে ময়ূরকূলের সংরক্ষণ কেন্দ্র হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুগলি জেলার রাজহাট ও তৎসংলগ্ন গান্ধিগ্রাম, চৌতারা, কোরলা, সুগন্ধ্যা, উত্তরপাড়া, বারোল প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে প্রায় পাঁচশোরও বেশি ময়ূর রয়েছে। স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, একসময় ওই এলাকার এক চিকিৎসক নীলমনি চক্রবর্তী নিজের বাড়িতে ময়ূর পুষতেন। কালক্রমে সেইখান থেকে তাদের বংশবিস্তার হয়ে সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরা সর্বত্র দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালোবাসে। গান্ধিগ্রামে জনবসতি কম

হওয়ায় তুলনামূলকভাবে ময়ূরের সংখ্যা অনেক বেশি। এই অঞ্চলের অনেক পরিবার নিজেদের অর্থ ব্যয় করে ময়ূরের ভরণপোষণ করে থাকে। এই বিস্তীর্ন অঞ্চল ময়ূরমহল নামে পরিচিত। ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি, দেবসেনাপতি কার্তিকের বাহন। তাই জাতীয় সম্পদ হওয়ার পাশাপাশি ময়ূরের পৌরাণিক গুরুত্বও কোনও অংশে কম নয়। ময়ূরের পেখম ও তার লেজ সবথেকে বেশি আকর্ষণীয়। তাই তার বাণিজ্যিক চাহিদাও প্রচুর। ময়ূরের গায়ে প্রায় একশো দশ রকমের পালক থাকে। এছাড়া, অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ ময়ূরের মাংস খায়। এই ময়ূরের মাংস ও পালকের কারণে কিছু অসাধু ও দুষ্ট চক্র বা পাচার চক্রের সর্বদা নজর থাকে এই জাতীয় সম্পদের ওপর। এমনই এক ঘটনা ঘটে গতবছর। এলাকারই একটি ময়ূরকে কিছু দুষ্কৃতী অপহরণ করার চেষ্টা করে। পরে এলাকার বাসিন্দারা গিয়ে আহত অবস্থায় সেই ময়ূরটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সিংহ, বাঘ, গন্ডারের জন্য অভয়ারণ্য বা সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেখানে হুগলি জেলার ময়ূরের এইরকম বাসভূমি বা বিচরণ ক্ষেত্র জেলার অন্যত্র চোখে পড়ে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ময়ূর জাতীয় পাখি হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এই ময়ূরদের জন্য কোনও সংরক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠল না। অথচ সংরক্ষণকেন্দ্র বা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে তার গুরুত্ব গির বা জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের থেকে কোনও অংশে কম হত না। এলাকা সূত্রে জানা যায় বহু বছর আগে ময়ূর সংরক্ষণের জন্য এলাকারই বাসিন্দা নিমাই জানা 'প্রকৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র' গড়ে তোলেন। কিন্তু বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এছাড়া, ময়ূরকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আরেকটি কারণ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাব। একটি পূর্ণ বয়স্ক ময়ূরের ওজন হয় প্রায় ১০–১২ কেজি ও দৈনিক প্রায় ২০০ গ্রাম খাবার খায়।

এরা মূলত ধান, ইঁদুর, ব্যাঙ, পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। কিন্তু ওই সকল এলাকায় কৃষিজমি থাকায় মাঝেমধ্যেই খাদ্যের সন্ধানে জমিতে এই ময়ূরের দল হানা দেয়। জমিতে থাকা কীটনাশক খেয়ে অনেকসময় মৃত্যু হয় বলে অনেকের ধারণা। উপরন্তু বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস হল ময়ূরীর ডিম পাড়ার সময়। তাই তখন বেশি করে এদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। একটি ময়ূরী গড়ে প্রায় ৪–৬টা ডিম পাড়ে। এছাড়া, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কারণে ময়ূরদের বিচরণ ক্ষেত্রও হ্রাস পাচ্ছে। তাই অবিলম্বে সরকার থেকে উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে এই দুষ্প্রাপ্য জাতীয় সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করেছেন। আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রাক্তন চিকিৎসক ও প্রাণী সম্পদ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বপন সুর জানান, রাজহাট ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগেই ময়ূরের মত এই অমূল্য সম্পদকে বাঁচিয়ে রেখেছে যা প্রশংসার দাবি রাখে। সেই সঙ্গে বাসিন্দাদের জমিতে কীটনাশকের প্রয়োগের পরিমাণ কমানো উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। এক মগ চোনার সঙ্গে চার মগ জল মিশিয়ে ও নিম সার বা কীটনাশক হিসাবে মাটিতে প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরাশক্তি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনই এর প্রভাবে ময়ূরের বংশবৃদ্ধি ও আয়ু বৃদ্ধিও ঘটবে বলে ডাঃ সুর জানান।

গৃহিনীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন

সুতপা বসাক ভড়

আজকাল সমাজে শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে অর্থনৈতিকভাবেও স্বাধীন। প্রায়শই দেখা যায় তাঁরা অর্থসঞ্চয়ের ব্যাপারে স্বামী বা বাড়ির পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। লেখাপড়া শিখেও কোনও দামি জিনিস কেনার সময় আমরা সাধারণত বাড়ির কোনও পুরুষের বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে থাকি। আমরা স্বভাবত বড়দের সম্মান ও বিশ্বাস করে থাকি— এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে একটু সচেতন হওয়া, যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলাও জরুরি। সাধারণত ঘরে রাখা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের খুঁটিনাটি পড়ে দেখার ব্যাপারে আমরা একটু উদাসীন থাকি। অথচ বাণিজ্যকরণের যুগে ওইসব ছোট্ট ছোট্ট লেখার মধ্যে এমন অনেক জরুরি তথ্য থাকে, যা আমাদের বা বাড়ির পুরুষদেরও কেউ বলে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, জন্মের প্রমাণপত্র একটি খুবই প্রয়োজনীয় নথি। এতে শিশুর নাম, তার মায়ের নাম, নামের বানান, শিশুর জন্ম–সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা তা আমাদের ভালভাবে দেখে নেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হলে সংশোধন সুবিধাজনক, দেরি হলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

যে কোনও ওষুধ কেনার সময় বিশেষত নবজাত শিশুদের প্যাকেটবদ্ধ খাবার কেনার সময়, প্যাকেটটির গায়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট (উৎপাদন তারিখ), এক্সপায়ারি ডেট (গুণ শেষ হবার তারিখ), কোম্পানির নাম, ব্যাচ নম্বর, ব্যবহারের নিয়ম, দাম ইত্যাদি দেখে নেওয়া খুবই জরুরি। এইসব প্রয়োজনীয় জিনিসের বিল অবশ্যই নিয়ে নেওয়া উচিত। আবার অনেক সময় জিনিস কিনতে গেলে দোকানদার বলে ''দিদি নিয়ে যান, খারাপ হলে পুরো গ্যারান্টি আমার—ফেরত হয়ে যাবে।'' আপনি যদি গ্যারান্টি কার্ডে নাম, তারিখ ইত্যাদি পূরণ করতে যান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখবেন যে, কোম্পানি আপনাকে গ্যারান্টি নয়, ওয়ারান্টি দিচ্ছে। শুনলে একরকম হলেও জিনিসটি কিনে ফেললে কোনও কারণে খারাপ বেরলে তারা কিন্তু আপনাকে পুরো জিনিসটা পাল্টে দেবে না, হয়ত কিছু সারিয়ে দেবে। তবুও দামি জিনিস কেনার সময় গ্যারান্টি/ওয়ারান্টি কার্ড অবশ্যই দোকানদারকে দিয়ে পূরণ করে নেওয়া উচিত— এক্ষেত্রে জিনিসটি খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোকানদারেরই দায়িত্ব তাকে সেটি ঠিক করে দেওয়া। আইনি ব্যবস্থা নিতে গেলেও বিল এবং গ্যারান্টি/ওয়ারান্টি কার্ড খুবই জরুরি। অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বাজারে নানান কোম্পানি নানান লোভনীয় প্রস্তাব রাখে। এখানেও সাবধান হওয়া উচিত। অর্থ সংক্রান্ত কাগজটি ভালোভাবে পড়ে তবেই সেখানে লগ্নি করা ঠিক হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও কোম্পানি আপনাকে বলল, 'আমাদের কাছে টাকা রাখুন, তাহলে বছরে আপনি আসলের ১০ শতাংশ সুদ পাবেন।' অথচ বছর শেষে আপনি পেলেন কম। ওই কাগজটি যদি ভালভাবে পড়তেন, তবে দেখতেন যে, আপনার ৪০,০০০ টাকা থেকে ওরা অফিস সংক্রান্ত খরচ, দালালের ভাগ ইত্যাদি সব বাদ দিয়ে হয়ত ৬,০০০ টাকা বাজারে লাগিয়েছে (ইনভেস্ট করেছে)। ওই ৬,০০০ টাকার সুদ ওরা বছর শেষে আপনাকে ধরাচ্ছে। তখন তাদের বলতে গেলে তারা কিন্তু আপনাকে ওই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা কাগজটি দেখাবে আর বলবে যে, এতে সব লেখা আছে।

সেজন্য প্রথমে ওই কোম্পানিটি সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত কিনা দেখবেন। ওদের কাগজপত্র ভালোভাবে পড়ে, নিজে না বুঝলে কোনও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে তবেই এগোবেন। সেইরকম ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের অর্থসংক্রান্ত কাগজপত্র ভালোভাবে পড়ে রাখা ভাল। এতে প্রয়োজনের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়, আর আপনিও কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন না, বরং একজন সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য পালন করবেন।

জামা–কাপড় বানাতে দিলে বা কাচতে দিলে ওই সংক্রান্ত বিলের পেছনের লেখাগুলিও পড়ে রাখলে ভাল হয়। সেইরকম, ট্রেনের টিকিটের জন্য ফর্ম পূরণ করার সময় লেখাগুলি পড়ে নেওয়া উচিত। টিকিট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার তারিখ, সময়, ট্রেনের নম্বর, পিএনআর নম্বর, যাত্রীদের নাম, লিঙ্গ, বার্থ ইত্যাদি দেখে নেওয়া দরকার। তাহলে যাত্রার সময় অনেক অবাঞ্ছিত অসুবিধা থেকে বাঁচা যায়। সোনা–রুপার জিনিস কেনার সময় ওজন, হলমার্ক, বিল সবকিছু দেখে নেওয়া দরকার। গয়নাতে পাথর বসানো থাকলে তার ওজন সোনার ওজন থেকে বিয়োগ হবে। আলাদা করে পাথরের দাম দেওয়া হয়। কত ক্যারাটের সোনা তার ওপরেও দামের পরিবর্তন হয়। প্রসঙ্গত প্রতিদিন সোনা রুপার দাম বদলায়। যেদিন কিনেছেন, যেদিন দাম দিয়েছেন— বিলে যেন তা পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে। এগুলি আপনাকে অনেকটাই সাহায্য করবে।

মহিলারা যদি একটু সতর্ক, সাবধান হই, তবে সহজে লোকে আমাদের ঠকাতে পারবে না। পরিবারের একজনের ওপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়বে না। ছোটরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছু শিখে যাবে। সব থেকে বড় কথা, আমরা সচেতন হলে জীবনে চলার পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব। এমনিতেই কথা রয়েছে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। এই প্রবাদ বাক্যটি গৃহিনীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুচিন্তায় নীরোগ, দুঃশ্চিন্তায় কুরোগ

অরুণ অধিকারী

চর্মরোগ : আবেগের সাতে চর্ম প্রদাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ত্বকের সঙ্গে অসংখ্য রক্তনালী যেগুলি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেগুলি আবেগমূলক কারণে ত্বকের রক্ত প্রবাহকে সরাসরি প্রভাবিত (হ্রাস বা বৃদ্ধি) করে।

চর্মপ্রদাহ, একজিমা, পিত্তচক্র সৃষ্টি করে। মনোসমীক্ষণ মতবাদীদের মতে মানসিক কারণে এই চুলকানি, একজিমা, পিত্তচক্র প্রভৃতি চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।

Bergman এবং Aldrich তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন তরুণ বয়সে যখন শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনি তাদের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়। Shoemaker এর গবেষণা থেকে জানা যায়—পিত্তচক্র রোগীরা প্রত্যেকেই প্রায় বাবা মা কর্তৃক প্রত্যাখত। এছাড়াও তিনি দেখেছেন উচ্চ শারীরিক উত্তেজনা, উদ্বেগ ও শত্রুতাবোধ চর্মরোগ সৃষ্টে করার জন্য দায়ী। মনোসমীক্ষাবাদীরা আরও বলেছেন— অবৈধ অসামাজিক চুম্বনের তীব্র আকাঙ্খাকে প্রতিহত করার তীব্র নৈতিক চাপে ওষ্ঠাধারে চর্মরোগের সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারূপে ওই আঙুলে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।

(ঙ) পেপটিক আলসার : শারীরিক অন্তযান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াও পেপটিক আলসারের গুরুত্বপূর্ণ মূল কারণ মনস্তাত্ত্বিক বলে বর্তমানে মনে করা হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা, দুঃশ্চিন্তা ও অবদমিত ক্রোধ এই রোগের সৃষ্টিকর্তা। নেতিবাচক (–) মানসিক আবেগ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের আভ্যন্তরীয় অন্ত্রের উপরে প্রতিক্রিয়া করবে। Groen এবং linde mam দের গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, উদ্বেগ, অপরাধবোধ, বিরাগবোধ, ক্রোধ প্রভৃতি নেতিবাচক (–) আবেগ উপরিউক্ত ওই সব রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

(চ) উচ্চ রক্তচাপ : হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালনের সঙ্গে আবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই নেতিবাচক (–) আবেগ নেতিবাচক (–) প্রতিক্রিয়া করে থাকে। যে ব্যক্তিরা আবেগপ্রবণ এবং যাঁরা প্রতিনিয়ত চাপের মুখে থাকেন তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন নিত্যসঙ্গী। Davis তাঁর গবেষণায় দেখেছেন মধ্যবয়সী যে শ্রমিকরা তীব্র আবেগ চেপে রাখতে বাধ্য হয় তাদের উচ্চরক্তচাপে ভুগতে হয়।

Alexander তাঁর গবেষণায় দেখেছেন এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে যাঁরা আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি প্রকাশে অক্ষম, তাঁদেরকে বাহ্যিকভাবে প্রশান্ত মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তীব্র ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণাবোধ বর্তমান থাকে এবং এর থেকে দ্বন্দ্বময় উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তিটি উচ্চ রক্তচাপ রোগীতে পরিণত হন। তাই বর্তমান কালে এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসাও দরকার।

(ছ) ক্যান্সার (Cancer) : সাম্প্রতিককালের বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ক্যান্সারের সাথে মানসিক পীড়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। Spicegel এবং তার সঙ্গীরা গবেষণায় দেখেছেন স্তন ক্যান্সারের রোগীদের দলগত মনোচিকিৎসা করে তাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা গিয়েছে। কারণ এর ফলে মানসিক পীড়ন প্রতিরোধ করা বা সহ্যশক্তি বাড়ানো গিয়েছে বলে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইঁদুরের উপরে পীড়ন সৃষ্টি করে ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছেন গবেষক Sklar এবং Anisman বর্তমানে আরও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মানসিক পীড়ন ক্যান্সার বিরোধী শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ মানসিক পীড়ন ক্যান্সার রোধ করার শক্তিকে নষ্ট করে দেয় বলে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে মানসিকতা ভাল রাখতে পারলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ানো যায় বলে বহু গবেষণায় প্রমাণিত।

মনের রোগ যখন শরীরে

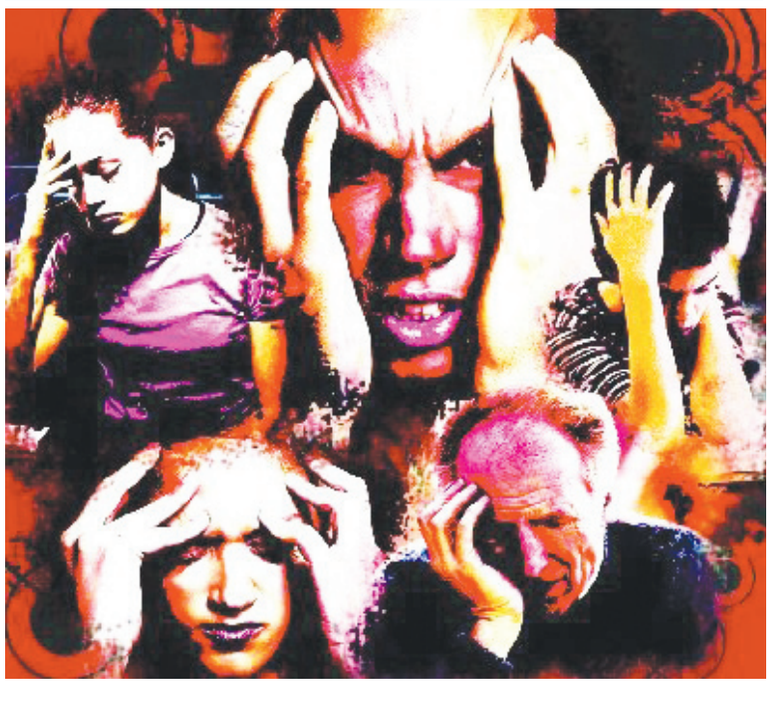

(জ) এইডস (AIDS), মানসিক পীড়ন দেহের অনাক্রমতন্ত্রকে প্রভাবিত করে PIN (Psychoneuro immunology) গবেষণার একটি ক্ষেত্র দ্বারা এটি প্রমাণিত। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ভবিষ্যতে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে মানসিক পীড়িত ব্যক্তি এইডস হওয়ার পরিবেশ কর্তৃক আকৃষ্ট হতে পারে বলে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং সুখের কথা এইডস বিস্তার রোধ করা যাচ্ছে বা ভবিষ্যতেও যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন।

(ঝ) যৌন অক্ষমতা : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক কষ্ট বা পীড়নমূলক বিষয়গুলি এই রোগের কারণ। অতিরিক্ত অপরাধবোধ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বৈরীভাব, সমকামী প্রবণতা, ইডিপাস, যৌন ভীতি, আঘাত পাওয়ার ভয়, গর্ভ সঞ্চারের ভয় বা রোগ সংক্রমণের ভয় প্রভৃতি নারী এবং পুরুষের যৌন অক্ষমতার কারণ।

এই অবদমিত সেক্স মধ্য বয়সের পর থেকে বাত, ডায়াবেটিস, বিষণ্ণতা প্রভৃতি রোগের জন্ম দেয়। ফ্রয়েডের মতে যে কোনও মনের আরামই হল সেক্স (তবে সামাজিকভাবে বৈধ হওয়া চাই), তাই মনের আরামের (সামাজিক বৈধতা সম্মত) চর্চা থাকলে সুস্থ যৌন জীবন ভোগ করা যায়।

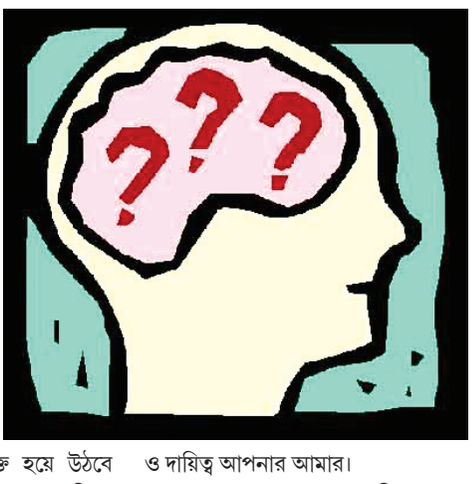

স্বামী স্ত্রী মধ্যে গভীর ভালবাসার বদলে ঘৃণা, সন্দেহ, ক্রোধ, ক্ষোভ, ভয় থাকলে যৌন অক্ষমতা রোগে পরিণত হয়।

এরূপ হলে তাই ক্ষতিকারক ওষুধ খাওয়ার আগে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা (Counselling) করে নেওয়া দরকার। নচেৎ জীবন ও জীবিকা বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং মধ্য বয়সের পরে দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগতে হবে কিংবা চিকিৎসার পিছনে অর্থ অপচয় হবে।

(ঞ) মাইগ্রেন মাথাব্যথা : Brantly এবং Jone (1993) গবেষকরা বলেছেন মাইগ্রেনের সাথেও মানসিক কষ্ট বা পীড়ন গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই মানসিক পীড়ন থেকে দূরে থাকুন। ভাল চিকিৎসার সাথে মানসিক চিকিৎসাও দরকার।

সুতরাং সাবধান হওয়ার দিন এখন। মন ও মগজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মনের কাছে কান নিয়ে সমস্যার কারণ বোঝার দিন এখন। শারীরিক চিকিৎসার সাথে মনের চিকিৎসা জরুরি এ যুগে।

তাই বলতে হয়, সুচিন্তায় নীরোগ যেমন থাকতে পারি, তেমনি দুঃশ্চিন্তায় কুরোগে ভুগতে পারি। বেছে নেওয়ার দায় ও দায়িত্ব আপনার আমার।

সুতরাং চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে, বুক ভরা সাহস নিয়ে মস্তিষ্ক ভরা মনোবিদ্যার প্রকৌশলগত Tips নিয়ে মনের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলে তাকে সার্থক করার পুজারী হয়ে উঠতে পারলে আমরা সুস্থ মনের ও শরীরের মানব সমাজ গনে তুলতে পারব। আর অসুখ থেকে অসুখ সৃষ্টি হবে না।

(শেষাংশ)

মাঙ্গলিকী

অনুষ্ঠিত হল কবি অনিল সাধু স্মারক সম্মান ২০১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি অবনীন্দ্র সভা ঘরে অনুষ্ঠিত হল কবি অনিল সাধু স্মারক সম্মান ২০১৬। উদ্যোক্তা ছিল কবি অনিল সাধু স্মারক সম্মান ২০১৬। সেদিন সন্ধ্যায় অনিল সাধু সম্মান পেলেন পরেশচন্দ্র দাস, অনুপকুমার বর্ধন, উৎপল সেনগুপ্ত, বিজয় শেঠ, বেণুধর গোস্বামী, আইনজীবী প্রদীপ বড়াল, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, কৃষ্ণা দত্ত, দিলীপ থাপা, আশিস চক্রবর্তী, বিভাষ রায় চৌধুরী সহ মোট ২৫ জন বিভিন্ন জগতের মানুষ। সেদিন সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল অজাতশত্রু রচিত 'রহস্য' গল্পের বই।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শিক্ষাবিদ মনোরঞ্জন ঘোষ, কবিপুতর অভি সাধু, হরপ্রসাদ মান্না, রবীন দাস, কার্যকরী সভাপতি শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সমগ্র উৎসবটির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন অনিল সাধু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশান, ইন্ডিয়ান ফটো অ্যান্ড কালচারাল লাভার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষে প্রদীব বড়াল, বিজয় শেঠ, রবীন দাস, দিলীপ থাপা, ডলি শেঠ, অভি সাধু, অনুলেখা সাধু প্রমুখ।

যে কোনও অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করতে আলিপুর বার্তার এই পাতায় বিশেষ স্থান রাখা হচ্ছে। তাতে আপনার বা আপনাদের এলাকার অনুষ্ঠানের বিবরণ এবং ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেলে সত্বর পাঠিয়ে দিন।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নববর্ষের দিন থেকে যদিও ১ মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তবুও ১লা জৈষ্ঠ ইং ১৫ মে ২০১৬ বুড়ুল উদয়ন সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত বর্ষবরণ উৎসবের আমেজের এতোটুকু খামতি কোথাও চোখে পড়ল না। ঠিক বিকাল ৩ টায় মাননীয় জনার্দন পাড়ুই মহাশয় সংঘের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ শুচনা করেন। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের ছেলেমেয়েরা নাচ, গান, সমবেত ড্রিল, ব্রতচারী, যোগব্যায়াম, ক্যারাটের কৌশল প্রদর্শনী ও রায়বেশে নৃত্যের ডালি দিয়ে উৎসবের উপাচার সাজানো ছিল। উদয়ন সংঘের মেয়েদের সাঁওতালী লোকনৃত্য সকলের নজর কাড়ে।

অরিত্র দলুই একক লোকনৃত্য প্রশংসিত হয়। ক্যারাটে কৌশলের অঙ্গ একটি কিশোরীর পেটের উপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালনার দৃশ্যে দর্শককুল শিহরিত হয়। মাঠের চারিদিকে প্রচুর ও দর্শকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বাড়তি উৎসাহ যোগায়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এক ঝাঁক মান্যবর অতিথিবৃন্দ। উদ্যোক্তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তাঁরাও আপ্লুত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার স্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় তিনি স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে ভাল মানুষ হওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন বক্তৃতার মাধ্যমে। গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের কিউরেটর ডাঃ বিজন মন্ডল ব্রতচারী নৃত্যের অঙ্গভঙ্গিমাগুলি আরও নিখুঁত আরও বাস্তায় করে তোলার উপর জোর দেন।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের এই দেশ গঠনের উদ্যোগে ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংঘের সম্পাদক অনিল নস্কর বলেন যে এই বর্ষবরণ উৎসব শুভ সূচনা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৮ সালের উৎসবে সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন আরও হাজারও মানুষের সক্রিয় প্রয়াসে সংঘ ও তার অনুষ্ঠান একই প্রচেষ্টায় ব্রতী রয়েছে।

আরও মানুষদের আহ্বান জানান সংঘের কাজে যুক্ত হবার জন্য। মিডিয়া পার্টনার হিসাবে উপস্থিথ ছিলেন আলিপুর বার্তার নির্মল গোস্বামী। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় মানস নস্করের দক্ষ ও কৌশলী সঞ্চালনার গুণে।

বরিশার জাদু আড্ডা ১৪ বছরে...

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেখতে দেখতে বরিশার মাসিক জাদু আড্ডা ১৪ বছরে পা দিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা থেকেও জাদুকরেরা এই আড্ডায় যোগদান করেছেন। জার্মানী থেকে জাদুকর এ. নন্দী, ইংল্যান্ড থেকে জাদুকর এম.কে. দত্ত, জেমস ওয়ার্ড, রণ চ্যাটবার্নও এই আড্ডায় বিভিন্ন সময়ে যোগদান করেছেন। ফিরে গিয়ে আন্তর্জাতিক জাদু পত্রপত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশ করেছেন। বিদেশি জাদুকরদের কাছে কলকাতার এই মাসিক জাদু আড্ডা 'কোলকাতা মাস্থলি ম্যাজিক মিট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব কথাই উল্লেখ করে গত ১০ এপ্রিল ১৪ বছরের প্রথম আড্ডায় বললেন আড্ডার সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই সাফল্যের জন্য পূর্ণ কৃতিত্ব দিলেন যাঁর হাই রাইজ ভবনের সুরম্য (বাতানুকুল ব্যবস্থা সহ) সভাগৃহে আড্ডা বসে সেই ব্যক্তিকে, তথা আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বরিষ্ঠ জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতাকে আর সেই সঙ্গে আড্ডার 'জননী' শ্রীমতী গুহঠাকরতাকে— সঞ্চালকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আড্ডায় উপস্থিত সকল জাদুকর বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ করতালি দ্বারা জাদুজগতের বিশিষ্ট দম্পতিকে হার্দিক অভিনন্দন জানালেন, আড্ডা হল সমৃদ্ধ...।

ওইদিন কার্যসূচিতে ছিল বরিষ্ঠ জাদুকর সুজিত মুখার্জিকে সংবর্ধনা জানানো অতীব দুর্ভাগ্যের শ্রী মুখার্জি হঠাৎই অসুস্থতার জন্য এদিন আড্ডায় আসতে পারেননি। তবুও কার্যসূচি অনুযায়ী আড্ডার রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান বরিষ্ঠ জাদুকর গোরা দত্ত শ্রী মুখার্জিকে প্রদেয় মান পত্রটি পড়ে দিলেন। ওটি ও শ্রী মুখার্জির জন্য বিভিন্ন উপহার স্মারক প্রভৃতি শ্রী দত্ত তুলে দিলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহঠাকরতার হাতে। সুজিত মুখার্জিকে মোবাইলে সংবাদটি জানানো হল তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা সহ।

এদিন আড্ডা চলাকালীন স্বনামখ্যাত জাদুকর প্রিন্স শীল মোবাইলে আগামী বাংলা নববর্ষের জন্য উপস্থিত সকল জাদুকর বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানালেন— ধন্যবাদ প্রিন্স শীলকে এই আড্ডার প্রতি তাঁর ভালোবাসার নমুনা হিসাবে এই ফোন কলের জন্য (প্রিন্স শীল এইদিনই পশ্চিমবঙ্গে ফেরেন অন্য প্রদেশে বেশ কিছুদিন জাদু প্রদর্শনী দিয়ে)।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ইংল্যান্ডের জাদুকর পল ড্যানিয়েল। টানা ২০ বছর বিবিসি টিভিতে তাঁর বৈচিত্র্যময় জাদু প্রদর্শনী স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপি। তাঁর অনবদ্য প্রদর্শনী সুনিশ্চিতভাবে জাদুকলাকে পৃথিবীব্যাপি আরও জনপ্রিয় করে তোলে। সঞ্চালক পল ড্যানিয়েলের কথা বিস্তৃত ভাবে বললেন ও দেখালেন পল ড্যানিয়েলের একটা খেলা, প্রদর্শন করলেন পলের লেখা বিখ্যাত একটি বই (খেলা এবং বই দুটই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় উপহার পান বিদেশ থেকে)।

এরপর নিয়মিত জাদুর পালা শুরু হল। রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান গোরা দত্ত দেখালেন 'থার্টিন স্টেপস টু মেন্টাল ম্যাজিক' বই থেকে একটি তাস নিয়ে মনের ম্যাজিক। নাট্যকর্মী, জাদুকর আশীষ মুখার্জি দেখালেন রোপ ও রিং-এর মসৃণ জাদু। বিশেষ প্রশংসনীয় তাঁর তৈরি ট্রি পড ষ্ট্যান্ড যা জাদুকর শ্রী নিবাসের বিরাট 'ফ্যান টু সি' খেলাটির জন্য অতীব উপযুক্ত— আশীষ মুখার্জিকে অভিনন্দন।

এদিন আড্ডায় প্রথম আসে কিশোর জাদুকর শুভ্রজিৎ দাস, হাতের খলায় এই কিশোর জাদুকর ইতিমধ্যেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। তার প্রমাণ রাখলো খালি হাতে শূন্য থেকে এক ঝাঁক তাস ধরায়, ষ্ট্যান্ড আপ বিবিধ জাদুও দেখালো। শ্রীমানের জাদু নিয়ে উৎসাহ লক্ষণীয়; তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে জাদুর খেলার কৌশল হল গৌণ, বিস্ময় সমৃদ্ধ দর্শককে আনন্দ দেওয়াই হল মুখ্য। এছাড়া শ্রীমান কিছুটা 'প্রগলভ' এই ভাবটা তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। তরুণ জাদুকর শুভায়ন শিকদার তাস, মুদ্রা নিয়ে নানান খেলা দেখালেন। এই তরুণ জাদু প্রতিভা সব সময়েই কিছু নতুন হাতের খেলা আয়ত্ব করার প্রয়াস রাখেন, যা বিশেষ প্রশংসনীয় (তবে আড্ডা চলাকালীন সব সময়েই এক প্যাক তাস হাতে নিয়ে নানান প্রক্রিয়ায় তাস ভাঁজানোর মুদ্রা দোষটি তরুণ জাদুকরকে ছাড়তে হবে!)।

শুভ্রজিতের জন্যেই সঞ্চালক এদিন আরও একবার 'ইন্টারলকড কয়েন প্রডাকশন' দেখান, শ্রীমানকে কৌশলটি দেখিয়েও দেন। জাদুকর অনুপ চক্রবর্তী ধ্রুপদী দড়ি কেটে জোড়া দেওয়ার খেলাটি দেখাবার প্রয়াস রাখেন। আড্ডার একনিষ্ঠ 'সদস্য' তথা আড্ডার অন্যতম আহ্বায়ক বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার এদিন আড্ডায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত রইলেন। যথারীতি আড্ডার 'জননী' জলযোগ সহ সকলকে পারিবারিক বন্ধনেই বেঁধে রাখলেন...

সুন্দরবনের মুন্ডাপাড়ায় অভাব অনেক

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সমশেরনগর একটা বড় গ্রাম। হিঙ্গলগঞ্জ থানার কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। সুন্দরবনের এই এলাকাটি, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে পড়ে। ভারতীয় সুন্দরবনের শেষ ভূখন্ড এই গ্রামটি। পাশ দিয়ে চলে গেছে কালিন্দীর শাখা নদী। নদীর বাঁধ গ্রামটাকে রক্ষা করছে। যদিও এই বাঁধ ২০০৯-এর আইলার জলোচ্ছাসকে ঠেকাতে পারেনি। গ্রামটা চারটে অংশে

সুন্দরবনের ডায়েরি

বিভক্ত। এক একটা অংশকে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন, ১নং সমশেরনগর, ২নং সমশেরনগর, ৩নং সমশেরনগর ও ৪নং সমশেরনগর। চার নম্বর সমশেরনগরে আছে একটা ছোটো মুন্ডা পাড়া। কালিন্দী নদীর বাঁধ-সংলগ্ন এই পাড়ায় ৬৬টা মুন্ডা পরিবারের বাস। খুব ছোটো ছোটো মাটির ছিটে বেড়ার ঘর। খড়ের চাল। দু'চারটে টালির চালও আছে। ঘরগুলো গায়ে-গায়ে। অনেক বাড়ি আছে যার সীমানা বোঝা দায়। মনে হয় বাবার ছোটো বাস্তু অনেকগুলো ছেলেপুলেদের মধ্যে ভাগ হওয়ার ফলে এমনটা ঘটেছে। এ জায়গাতে মুন্ডাদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস জানার চেষ্টা করছিলাম। পাড়ার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন বয়স্ক মানুষের দেখাও মিলল।

তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কান্ত মুন্ডা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। বাবার নাম বিশ্বম্বর। তিনি জানালেন তাঁর ঠাকুরদারা ভারত ভাগের আগে সপরিবারে এখানে চলে আসেন। তাঁদের জন্মস্থান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশের) গোলাবাড়িতে। ঠাকুরদারা ছিলেন তিন ভাই। তাঁরা এখানে এসে জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা এক একজন ১৫ বিঘে করে জমি পেয়েছিলেন। কান্তবাবুর ঠাকুরদার তিন ছেলে। অর্থাৎ কান্তবাবুর বাবারা তিন ভাই --বিশ্বম্বর, দিগম্বর ও নীলাম্বর। বিশ্বম্বরবাবুর ছয় ছেলে। অর্থাৎ কান্তবাবুরা ছয় ভাই। কান্তবাবু বললেন তিনি পৈত্রিক জমি মাত্র পনেরো কাঠা ভাগে পেয়েছেন। মুন্ডা পাড়ার আরও কয়েকজন অতি বৃদ্ধ মানুষ জানালেন তিন-চার পুরুষ আগে মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর মুন্ডা পরিবার এসে প্রথম জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। আজকের যারা এখানে বাস করছে সকলে তাদেরই বংশধর। পাশের পাড়ার (৪নং সমশেরনগর) কৃষ্ণপদ মন্ডল (৬২), বাবা - দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল, জানালেন এ অঞ্চলে মাত্র চারটে মুন্ডা পরিবার ছিল। তারা জঙ্গল সাফ করে এখানে বসতি শুরু করে। এই মুন্ডারা তাদের প্রপিতামহদের বাস্তু-ভিটের ওপর বসবাস করছে।

প্রচন্ড পানীয় জলের কষ্ট। পানীয় জল ছাড়া, প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য যে-জলের দরকার তারও বড় আকাল। পাড়ার মধ্যে কারও শৌচাগার নেই। আলো নেই। দু'একটা বাড়িতে সৌর আলো আছে। তাও রাতে কয়েক ঘন্টার জন্যে। যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থের হাল শোচনীয়।

এই গরিব মুন্ডা পরিবারগুলো জীবন ধারনের জন্য প্রায় পুরোপুরি জল-জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। এই মুন্ডা পরিবারগুলোর অভিনব পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরার বিষয়ে আগের একটা ডায়েরিতে আলোচনা করেছি। আজকের ডায়েরিতে এই পরিবারগুলোর মধু ভাঙা নিয়ে আলোচনা করব। সমীক্ষা (০১.০১.১৬ এবং ০২.০১.১৬) থেকে পেয়েছি ৬৬টা মুন্ডা পরিবার থেকে ৪৪জন পুরুষ মধু ভাঙতে যান। মুন্ডাপাড়ায় কোনও মধু-ভাঙা নৌকো নেই। ১৫টা কাঁকড়া ধরা নৌকো অছে। মধু-ভাঙা নৌকো সাইজে বড়ো। দামও অনেক বেশি। বনদপ্তর থেকে পাশ ইস্যু করার আগে নৌকো চেকিং হয়। পাশেতে নৌকোর মাপ (লম্বা, চওড়া ও গভীরতা) লিখে দিতে হয়। বনদপ্তর নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে ছোটো নৌকো নিয়ে জঙ্গলে মধু ভাঙার অনুমতি দেয় না। এই মুন্ডা পাড়ায় মাত্র চারজন আছেন, যাঁরা মধু-ভাঙা নৌকো ভাড়া করে, দলবল নিয়ে নিয়মিত জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান।

(১) রঞ্জিত মুন্ডা (৪০) বাবা - হাকিম
(২) অবিনাশ মুন্ডা(৫৫) বাবা - ঠাকুরচরণ
(৩) কার্তিক মুন্ডা(৪৬) বাবা - ঠাকুরচরণ
(৪) রঘুনাথ মুন্ডা(৫০) বাবা - ঠাকুরচরণ

এঁরা হলেন দলনেতা। পাড়ার মধ্যে অন্যদের তুলনায় আর্থিক সঙ্গতি বেশি। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে মধু-ভাঙা দলের নেতা হওয়া যায় না। নৌকো সাজান করতে গেলে যে-টাকার প্রয়োজন সেটা জোগাড় করার দায়িত্ব দলনেতার। নৌকো ভাড়া গণে ৩০০টাকা। মাসে (দু'টো গণে) ৬০০ টাকা।

একটা দলে সাধারণত ৭জন করে থাকেন। এঁরা মূলত যে-জঙ্গলগুলোতে কাঁকড়া ধরেন, সেই জঙ্গলগুলোতেই মধু ভাঙতে যান। যেমন,কুঁড়েখালি, ধ্বজীখালি, আড়বেঁশে, ডাবর, সংসরা, তুষখালি, গাববনে, উত্তরচর, দক্ষিণচর, হরিখালি ইত্যাদি।

এভাবেই বয়ে চলে জীবন সংসারের তরী

বেশিরভাগ মুন্ডা নিজেদের কাঁকড়া মারা নৌকো নিয়ে, পাশ না কেটে কাছাকাছি জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান। মধুর মরশুমে এক একটা নৌকো পিছু গড়ে ২১ থেকে ২৮ কেজি মধু সংগ্রহ করেন। যেহেতু এঁরা পাশ কেটে মধু ভাঙতে যান না। এঁদের সংগৃহীত মধু সরকারি দামে বনদপ্তরে বিক্রি করার কোনও দায় নেই। এই সব নন-পাশি মৌলেরা তাঁদের মধু যে কোনও মানুষের কাছে যে-কোনও দামে বিক্রি করেন। অভাবী মুন্ডারা বেশি দামের আশায় বসে থাকেন না। বেশিরভাগ মৌলে, সমশেরনগরের ট্রেকারের মোড়ে যে-দোকানগুলো আছে, সেখানেই বিক্রি করেন।

স্থান : সমশেরনগর ট্রেকার স্ট্যান্ড

কিসের দোকান	দোকানদারের নাম
১) মুদিখানা দোকান	পবিত্র মিস্ত্রি
২) চায়ের দোকান	প্রসাদ মুন্ডা
৩) চায়ের দোকান	বাপী মন্ডল
৪) মাছের দোকান	ভোলা মন্ডল

দোকানদাররা মধু কিনে সেটা বোতলজাত করে দোকানের ভেতরে মজুত রাখেন। কয়েকটা বোতল সামনে ডিস্‌প্লে করা থাকে।

এই মধু মূলত টুরিষ্টরা বেশি কেনেন। ইদানিং কয়েক বছর ধরে সমসেরনগরে যাতায়াত বেড়েছে পর্যটকদের। কারণ, স্থানীয় জঙ্গলে নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা জড়ো হচ্ছে। বিশেষ করে শীতের সময়। এই পাখিরালয়ই পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। তাছাড়া এখন বর্ষাকালটা বাদ দিলে সারা বছরই পর্যটকদের ভীড় থাকে সুন্দরবনে। ফলে চাকভাঙা মধুর চাহিদাও প্রচুর।

প্রকাশিত হল

'সাগর দাড়ি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : জার্মান প্রবাসী সৈয়দ আহসান আলীর উপন্যাস 'সাগরদাড়ি' সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল। এক হাজার চল্লিশ পাতার বইটি প্রকাশ করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ পূরবী রায়। তিনি এই বইটি প্রকাশ করে বলেন নতুন প্রজন্মের কাছে এই উপন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ভর করে বৈচিত্রময় জীবনের রোমান্স ও অনবদ্যভাবে ভাষায় উদ্ভাসিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী এই উপন্যাসে। দেশপ্রেম, সমাজ, সংস্কার, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রণয়, যৌনতার সুন্দর মিশেল এক নাটকীয় উপাখ্যান সাগরদাঁড়ী। এই বই এর দাম ৯৯৭ টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক শুভাশিস বসু।

এ জার্নি রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে সারেগামা মিউজিক কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হল শাশ্বতী বসু চট্টোপাধ্যায় ও সমুদ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এর যুগলবন্দীর আবৃত্তি ও স্যাক্সোফোনের সিডি এ জার্নি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর। শাশ্বতী তার চর্চিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন বনলতা সেন (কবি জীবনানন্দ) জোনাকি (বুদ্ধদেব বসু), ছাড়পত্র (সুকান্ত ভট্টাচার্য), কলকাতার যিশু (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী), যমুনাবতী (শঙ্খ ঘোষ), যেতে পারি কিন্তু কেন যাব (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)। পাশাপাশি সমুদ্রনীল তার স্যাক্সোফোনের যাদুতে একি লাবণ্যে, আমি ঝড়ের কাছে এই ঝিরঝিরঝির বাতাসে, মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা অন্য মাত্রা পেয়েছে আবৃত্তির সাথে। এই দুই শিল্পীর যুগলবন্দী শ্রোতাদের ভাল লাগবে। সঙ্গীতায়োজন সৌরভ চক্রবর্তী। সিডির দাম ১৭৫ টাকা।

বীরেনবাবুর মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা রমা চট্টোপাধ্যায় ভালবাসার নীরাজনা, অভিমন্যু প্রেম, আয়নার মুখ, দাখিনীসম্ভব, স্বয়সাগতা, আটপহরিয়া-এর তার নতুন বই ''বীরেনবাবুর মোড়'' সম্প্রতি প্রকাশিত হল ''মনীষা'' প্রকাশন থেকে।

''বীরেন বাবুর মোড়'' গল্পটি গল্পের ছলে লিখলেও ঘটনাটি সত্যি যে তার নামে বাংলাদেশের খুলনায় ওই নামে একটা রাস্তা আছে। এবং এই বীরেনবাবু একজন শিক্ষক যাকে বাংলাদেশ স্মরণে রেখেছে। ঘটনাক্রমে বীরেনবাবু লেখিকা রমা চট্টোপাধ্যায় এর খুব নিকট আত্মীয়। অবলা বসু শ্রদ্ধাভাজনাসু লেখা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। আগামী প্রজন্মের কাছে এই লেখা এক ঐতিহাসিক দলিল। বায়ুসেনার দিনগুলি, হাজারী বাগ মোড় এই লেখাগুলো এই গ্রন্থের অনন্য সম্পদ। পথ চলতে চলতে কত রঙের ফুল ফুটে থাকে পথের পাশে, পথ চলে এগিয়ে। অধ্যাপিকা রমা চট্টোপাধ্যায় এই বইতে প্রবন্ধ, দিন যাপনের কাহিনী স্মৃতির তরঙ্গের পাশাপাশি একটি ছুটির সকাল, মৎস্যকন্যা, হায়নার দিন, অরুণাবতী, রিক্তা, প্রতিটি গল্প বেশ ভাল। রম্যবীণা, ফিরবে অরা, রাতের সব তারা, লেখাগুলি উনিশ শতকের এক সমাজ দর্পণ। সব মিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতন বই 'বীরেন বাবুর মোড়'। অসাধারণ প্রচ্ছদ করেছেন চিত্রশিল্পী রবীন মন্ডল। সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, নির্ভুল ১০৪ পাতার বইটি সকলের নজর কারবে। বই এর নাম- বীরেন বাবুর মোড়, লেখিকা – অধ্যাপিকা রমা চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক – মনীষা, দাম – ১৫০ টাকা।

নথ ভাঙার গান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি প্রকাশিত হল শ্রী সুন্দরম প্রকাশনা থেকে গল্পকার সুতপা চক্রবর্তীর গ্রন্থ 'নথ ভাঙার গান'। এটি তার প্রথম গল্পের বই। সুতপার গল্পকার হিসাবে জীবন শুরু হয়েছিল কলেজে পড়ার সময়ে। সে সময় পকেট মানি জোগাড় করাই ছিল গল্প লেখার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ফাঁকেই কখন যে তরুণী কন্যার প্রায় আত্মকথনের ভঙ্গিতে লিখে রাখা গদ্যগুলি গল্প হয়ে উঠেছে তা সুতপা নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। গল্পকার হিসেবে তাঁর দশ বছর পরিক্রমার নিবেদন এই 'নথ ভাঙার গান'। পেশায় সাংবাদিক সুতপা চক্রবর্তীর প্রতিটা গল্পে রয়েছে মেয়েদের যন্ত্রণার কথা, টুকরো ভাললাগা, খারাপলাগা, আনন্দ-বেদনাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি মূলক মোট ৯টি গল্প। প্রতিটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে একেকজন নারী। বেশির ভাগই নাগরিক নারী। তাদের গল্পেই চরিত্রগুলো আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুতপা চক্রবর্তীর কলমে।

এই বইতে স্থান পেয়েছে নথ ভাঙার গান, মালতীর দুপুর, বনলতার জন্ম, ঘর, দুই দুনিয়া, আলোর পৃথিবী, গল্প অথবা বে-চরিত্তির কথা এবং ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে। প্রতিটা গল্প মন ছুয়ে যায়।, সাতাত্তর পাতার এই গল্পের বইটি সকলের সংগ্রহের যোগ্য। ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর মলাট-নির্ভুল এই বইটির দাম মাত্র ৭০ টাকা। শ্রীসুন্দরমের প্রচ্ছদ মন্দ নয়। বইটি কিনতে পারেন এবং পড়তে পারেন।

গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের নাট্য উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ : গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম সংস্থার সম্প্রতি দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল নাট্য উৎসব ২০১৬। প্রথমদিন এই উৎসবের শুভ সূচনা করলেন নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত, সভাপতি শঙ্কর দত্ত, নির্দেশক আশিস দাস, নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সৌমেন কর। দলের প্রেসিডেন্ট শ্রাবণী সাহা ও সম্পাদক সোমনাথ রাহা।

মঞ্চস্থ হলো কালপুরুষ আগরপাড়ার প্রযোজনায় নাটক সন্ধ্যাবেলার

জলসাঘর, নির্দেশনা রাজা গুহ, ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের পরিবেশনায় মুখাভিনয় এবং গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের ময়নামতীর ইতিকথা। রচনা তমাল সেন। সম্পাদনা ও নির্দেশনা মুকুন্দ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হলো টাকি আমরা অমলকান্তি নাট্যদলের নাটক ''অভিমন্যু আজ''। রচনা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। নির্দেশনা সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চস্থ হলো মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা ও নির্দেশনায় নাটক মিলন বিণা। প্রযোজনা নাবিক নাট্যম। উৎসবের শেষ নাটকটি হল যামিনীর শেষ সংলাপ সম্পাদনা ও নির্দেশনা খোরশেদুল আলম। প্রযোজনা শব্দ নাট্য চর্চা কেন্দ্র (ঢাকা বাংলাদেশ) গোবরডাঙার সংস্কৃতি কেন্দ্রে নাবিক নাট্যমের এই উৎসবে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। সব মিলিয়ে এই উৎসব এক কথায় অভিনব এবং সার্থকপ্রয়াস বলে মনে করি।

সোনি–র‍্যান্টি জোড়াফলা বাগানে

কমল নস্কর

সব কিছু ঠিকঠাক চললে মোহনবাগান অফেন্সে এবার জুটি বাঁধতে চলেছেন হাইতিয়ান সোনি নর্ডি এবং নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার র‍্যান্টি মার্টিন্স। একজনের কাছে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া যদি বড় লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে অপরজনের একটাই চাহিদা সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে চাপিয়ে প্রমাণ করা যে আমি এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বলাবাহুল্য এই নাইজেরীয় স্কিমারের মূল টার্গেট যত না ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার থেকে অনেকটাই বেশি ব্রিটিশ কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যান এবং কতিপয় লাল–হলুদ কর্মকর্তা। সেক্ষেত্রে নয়া মরশুমে মোহনবাগান ছেড়ে দিতে চলেছে ক্যারিবিয়ান স্ট্রাইকার কর্নেল গ্লেনকে। গ্লেনের জায়গাতেই আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী করতে সামিল করা হচ্ছে গত দুবার আই লিগের টপ স্কোরার র‍্যান্টি মার্টিন্সকে। মোহন কর্তারা মনে করছেন বয়স অনুপাতে র‍্যান্টি কর্নেল গ্লেনের চেয়ে অনেক ফিট রয়েছেন। তার তাজা উদাহরণ সদ্য শেষ হওয়া আই লিগেও টপ স্কোরার হওয়া।

অথচ এমন একজন তারকা ফরওয়ার্ড তথা ভারতে খেলা বিদেশিদের মধ্যে অন্যতম সেরাকে ইস্টবেঙ্গল কেন দলে রাখল না তা মেনে নিতে পারছেন না দলের পাড় সমর্থকরাও। শোনা যাচ্ছে এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের ব্রিটিশ কোচ যে ফর্দ ধরিয়েছেন কর্তাদের হাতে তাতে কোনওভাবেই নাম নেই নাইজেরীয় র‍্যান্টির। কোচের নাকি মনে হয়েছে র‍্যান্টি দলের হয়ে সবটুকু দিতে পারছে না। সুতরাং বিকল্প বিদেশি বেছে নিতে হবে। র‍্যান্টির পরিবর্ত হিসাবে ডাফির কথাও নাকি উল্লেখ করেছেন মর্গ্যান। কোচের এই বক্তব্য ইস্টবেঙ্গলের একটা অংশ একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। তারা চেয়েছিল র‍্যান্টিকে এবারের দলেও অন্তর্ভুক্ত করতে। কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একটা অংশই এই ব্যাপারে কোচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে র‍্যান্টি বিদায় অভিযানকে ত্বরান্বিত করল। আর এখান থেকেই আহত সিংহের মতো গর্জে উঠছেন র‍্যান্টি। তার সাফ কথা, পারফরমেন্স যদি খারাপ হত তা হলে এবারের আই লিগ এবং গতবারের আই লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার হলাম কি করে। র‍্যান্টির আরও ধারনা দলে নিজেদের ক্ষমতা অধিস্থিত করতে কোচ এবং কয়েকজন কর্মকর্তা জোট বেধে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়দের দলে নিচ্ছেন। অদ্ভুতভাবে প্রবল সমালোচিত বর্ষীয়ান মিডিও মেহতাব হোসেন রয়েছেন মর্গ্যানের পছন্দের লিস্টে। এখানেই আনুগত্যের রাজনীতি দেখছেন ময়দানের বিভিন্ন বিশ্লেষকরা। এর ফলে যে ইস্টবেঙ্গল দল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেদিকটা ভাবছে না কেউই। যার পরিণাম হতে পারে সুদূরপ্রসারী। এবং তার জন্য ভুগতে হবে পুরো লাল হলুদ পরিবারকে। এটা ঠিক এই মরসুমে মাঝে চোট আঘাতের জন্য কিছুদিন সরে থাকতে হয়েছিল র‍্যান্টিকে। মাঝে অফ ফর্মেও ভুগেছেন। যদিও তারপর ফিরে এসেই র‍্যান্টির পায়ে সেই ঝলক দেখা গিয়েছে। এমনকি দলের আরেক বিদেশি দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডং হিউং যখন কলকাতা লিগের সাফল্যের পর ক্রমাগত ব্যর্থতার আধারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, কোচ–কর্মকর্তাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন তখন র‍্যান্টি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন তার দিকে। উইথ দ্য বল এবং অফ দ্য বল ট্রেনিং করাতে থাকেন একজন দায়িত্বশীল বড়দার মতো। তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের যে কাজটা করা উচিত ছিল অফ ফর্মের এই তারকাকে চাঙ্গা করার জন্য সেটা করে দেখান র‍্যান্টি। এটা ময়দানের পেশাদারি সমাজে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সেই র‍্যান্টিকে কি না এবারের দলে গ্রাহ্যই করলেন না লাল হলুদ কর্তারা।

একজন বড় প্লেয়ারের কাছে এই আত্মাভিমান যে কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে সেটা অতীতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে অনুধাবন করা যাবে। অনেকবার এমন হয়েছে এক প্রধানের ছেটে ফেলা তারকা অন্য প্রধানে গিয়ে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। শুধু একের পর এক টুর্নামেন্টে ভালো খেলাই নয়, বিশেষ ডার্বিতে সেই প্রত্যাখাত তারকারাই নিজেদের সেরাটা মেলে ধরেন। তাছাড়া মোহন কোচ সঞ্জয় সেনের সঙ্গে র‍্যান্টির সম্পর্কটাও খুব মজবুত। আর তুলনামূলকভাবে শ্লথ হয়ে যাওয়া কর্নেল গ্লেনের চেয়ে র‍্যান্টি এখনও অনেক বেশি ক্ষুরধার এবং সুযোগসন্ধানী। সর্বোপরি বিশাল মাপের গোলগেটার। মোহনবাগান যদি লুসিয়ানোর পরিবর্তে একজন নেতৃত্ব প্রদানকারী বড় মাপের বিদেশি স্টপার দলে আনতে পারে (যে কিংশুক,প্রীতমদের যে ঠিক মতো গ্রুম করবে এবং যাবতীয় ফাঁকফোঁকড় মেরামত করে দেবে) এবং সোনি–র‍্যান্টি জুটি যদি জোড়া ফলা হয়ে ওঠে তা হলে অনেক টিমের কপালে শনি নাচছে এটা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে ছুটছে লিলি

মলয় সুর

বাংলার অ্যাথলেটিকস জগতে এক নতুন প্রতিভার সূচনা ঘটল বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন কাপে। মাত্র ১৭ বছর বয়সী লিলি দাস ১৫০০ মিটারের জুনিয়র পর্যায়ে জাতীয় রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। লিলি সময় করেছেন ৭ সেকেন্ড। তিনি ১৫০০ মিটার দৌড়ে পৌঁছান ৪ মিনিট ২০.৩১ সেকেন্ডে। ২০১৪ সালে চেন্নাইয়ের পিঙ্কি কুমারীর রেকর্ড ছিল ৪ মিনিট ২৭.২৬ সেকেন্ড। এই রেকর্ড তাকে বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র এনে দিল। গত বৃহস্পতিবার কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে মেয়েদের ৮০০ মিটার দৌড়ে জিতে দ্বি–মুকুট অর্জন করেন। তাঁর সময় হয় ২ মিনিট ৯.০৯ সেকেন্ড। এর ফলে লিলি পোল্যান্ডে বিশ্ব জুনিয়র মিটে ৮০০ এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। লিলি দাস ফেডারেশন কাপের সেরা মহিলা অ্যাথলিট বিবেচিত হয়েছে দুটি ইভেন্টে সোনা জিতে। তাঁর বাড়ি হুগলির ত্রিবেণী স্টেশন থেকে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে প্রায় এক কিলোমিটার গেলে বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধিনগর কলোনিতে। সেখানেই তিন কামরার টালির ঘরে থাকে লিলিরা। বাবা বরুণ দাস একসময় জুটমিলের ঠিকে শ্রমিক ছিল। এখন কোনও নির্দিষ্ট কাজ নেই, যা পায় তাই করে। লিলির মা সুমিত্রা দাস বলেন, আমরা কখনও ওকে নিরাশ করিনি। আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে না পারলেও লিলি যাতে মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে তার জন্য সবসময় সাহস যোগানোর চেষ্টা করেছি। তাই মেয়ের কঠোর পরিশ্রমের ইচ্ছাশক্তিই ওকে আজ সাফল্য এনে দিয়েছে। তবে লিলিকে এই জায়গায় পৌঁছতে দারুণ অবদান স্থানীয় কোচ রথীন দাসের। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে অনূর্দ্ধ ১৪ রাজ্য মিটে ৬০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছিল লিলি। এরপরে অনূর্দ্ধ ১৬ রাজ্য মিটে ন্যাশনালে প্রথম হয়। তারপর লিলি সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলের সাইতে সুযোগ পায়। বর্তমানে ওখানে সাইয়ের প্রশিক্ষক কল্যাণ চৌধুরীর কাছে নিয়মিত সকালে ও বিকালে ট্রেনিং করছে লিলি। এরপরেই লিলি ইস্টার্ন রেল থেকে চাকরিতে রেলের চাকরিতে যোগ দেবেন। বর্তমানে লিলির অধিকাংশ সময় কাটে সাই হোস্টেলে। সে এবছর ত্রিবেণী গার্লস হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য খেলাধূলার জন্য পড়াশোনা ঠিকমতো করতে পারেনি। তাই কলা বিভাগে সংস্কৃত ও দর্শন বিষয়ে ফেল করে। লিলিরা চার বোন। ইতিমধ্যে তিনজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। লিলি সেজ মেয়ে। গত ১৪ মে (শনিবার) তার নিজের ক্লাব ত্রিবেণী শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাব তাকে রাজকীয় ভাবে সংবর্ধনা দেয়।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- হংকং–এর রাজধানী কি?
- পুলকেশী দ্বিতীয় কোন সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন?
- পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু কোনটি?
- অলিম্পিকে ম্যারাথনে কে সর্বপ্রথম খালি পায়ে জেতেন?
- গোলকোন্ডা দুর্গ কোথায় অবস্থিত?

গত সংখ্যার উত্তর

- উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু।
- লোহা।
- এলামাইট ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব।
- একটি।
- এডিসন অ্যারেনটিস ডো ন্যাস্সিমেনটো পলে।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ২১–২৭ তারিখের মধ্যে

পথে হল দেরি

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

চৈত্র মাসে দুপুরের গরমে কিছু ভাল লাগছিল না বলে যূথিকা ঠিক করল টিভিতে সিনেমা দেখে দুপুরটা কাটিয়ে দেবে। চ্যানেল ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পারল রূপসী বাংলায় সেদিনের ম্যাটিনিতে 'পথে হল দেরি' সিনেমাটি দেখানো হবে।

সিনেমাটা দেখতে বসে কলেজ জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল যূথিকার। তখন ও আর অতসী সিটি কলেজে পড়ে। এক শনিবারে ঠিক হল ওরা দু'জনে সিনেমা দেখতে যাবে। কাছাকাছির মধ্যে সিনেমাহল ছবিঘর, ওখানে তখন চলছে 'পথে হল দেরি'।

সিনেমা শেষ হলে কলেজ স্কোয়্যার পর্যন্ত হেঁটে এসে দু'জনে একই বাসে উঠল বাড়ি ফেরার জন্য। যূথিকা নেমেছিল পাইকপাড়ায় আর অতসীর নামার কথা সিঁথির মোড়ে। পরের দিন কলেজের আর এক বন্ধুর কাছ থেকে যূথিকা শুনল, অতসী নাকি মারা গেছে। যূথিকা তো হতবাক! দু'জনে মিলে সিনেমা দেখল, তারপর কী এমন ঘটল যে অতসীকে মৃত্যু বরণ করতে হল? কিছুই তার মাথাতে আসছে না।

সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে ওরই বন্ধু বীথিকাকে নিয়ে অতসীদের বাড়িতে গিয়ে ওরা জানতে পারল, কলেজ থেকে অতসীর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে অতসীর দাদা এদিক ওদিক খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে সিঁথির মোড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে এক সাইকেলের সঙ্গে অতসীর ধাক্কা লেগেছে। পাড়ার ছেলেরা ওকে আর জি করে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে অতসীর দাদা যখন পৌঁছল তখন সব শেষ!

চোখের জলে অতসীকে বিদায় জানাতে গিয়ে সেদিন যূথিকার মনে একটা প্রশ্নই জেগেছিল, শনিবার অতসীর কি এতটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল পথে যে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ওর বাড়ি ফেরাটাই আর হয়ে উঠল না?

স্বস্তিকা দে, নবম শ্রেণি, বালিবঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

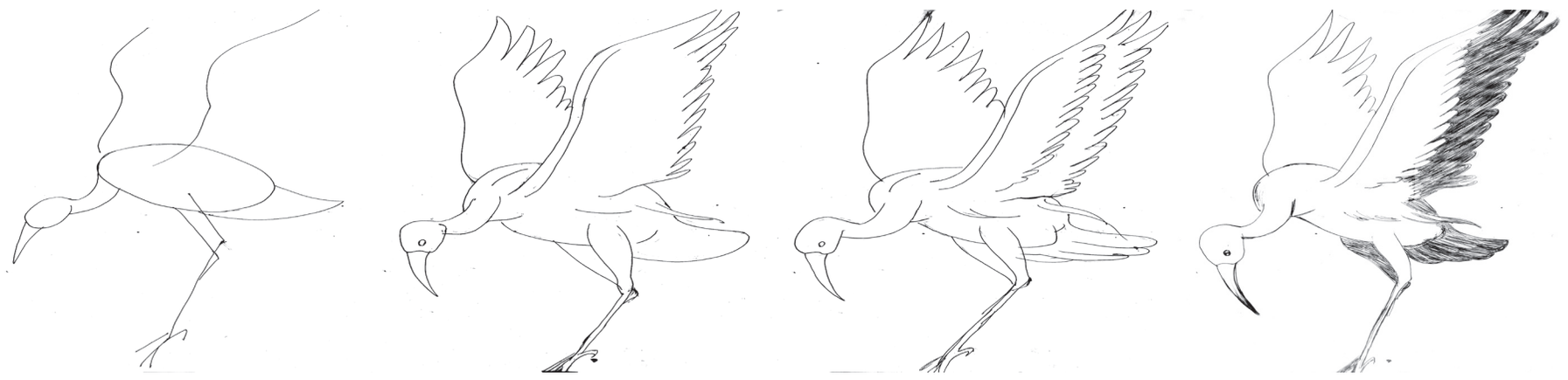

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com